

জন্মদিনে অখিলেশকে শুভেচ্ছা, সঙ্গে রাজনৈতিক বার্তা-একসাথে পথচলার বার্তা রাহুলের



নয়াদিল্লি, ১ জুলাইঃসমাজবাদী পার্টির নেতা ও উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ যাদবের জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানানেন কংগ্রেস নেতা ও সদ্য নিযুক্ত লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। তবে এই শুভেচ্ছা শুধুই ব্যক্তিগত সৌজন্য নয়, বরং রাজনৈতিক মহলে এর তাপর্য গভীরতরামঙ্গলবার সকালে নিজের এক্স (প্রাক্তন টুইটার) হ্যান্ডলে রাহুল গান্ধী লেখেন,পিউএ-র (পিছিয়ে পড়া, দলিত, সংখ্যালঘু) বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর অখিলেশ যাদব ভাইকে জন্মদিনের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন! আপনি সুস্থ থাকুন, সুখে থাকুন – আমরা এই ন্যায় ও সমতার লড়াইয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আপনার সঙ্গে আছি।এই বার্তায় যেমন এক ব্যক্তিগত সম্পর্কের আন্তরিকতা রয়েছে, তেমনই তা প্রকাশ করে বিরোধী জোটের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক অবস্থান এবং একেবার স্পষ্ট ইঙ্গিত। রাহুলের বার্তায় বারবার উঠে এসেছে ন্যায় ও সমতার লড়াই, যা বর্তমানে কংগ্রেসের ‘ ন্যায় যাত্রা’ কিংবা সামাজিক ন্যায়ভিত্তিক রাজনীতির মূলধারার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই শুভেচ্ছা বার্তার মাধ্যমে রাহুল গান্ধী স্পষ্টতই বিরোধী এক্য়ের বার্তা দিতে চেয়েছেন। বিশেষ করে উত্তরপ্রদেশের রাজনীতিতে অখিলেশ যাদবের গুরুত্ব এবং কেন্দ্রের বিজেপি-বিরোধী শক্তিগুলিকে একত্রিত করার প্রয়াসের দৃষ্টিকোণ থেকে এই বার্তা বেশ কৌশলগত।লোকসভা।

নির্বাচনের পরে বিরোধী শিবিরে এক ধরনের গতি এসেছে। বিশেষ করে এনডিএ-র বিপরীতে ‘ জেটি ফেরে সংগঠিত হওয়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে অখিলেশ যাদব ও রাহুল গান্ধীর সম্পর্ক এবং সমন্বয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। উত্তরপ্রদেশে পিউএ ফর্মুলা অনুযায়ী পিছিয়ে পড়া, দলিত ও সংখ্যালঘুদের ভোট ব্যাংককে একত্রিত করার বিরোধীদের লক্ষ্য-এ কথা রাহুলের বার্তা়তেই স্পষ্ট।এছাড়াও রাহুলের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে থাকার বার্তাকে অনেকের ভাবচ্ছে একপ্রকার বার্তা। বিজেপিকে-যে বিরোধী দলগুলির মধ্যে ফাটল ধরানোর চেষ্টা হলেও, সেই পরিকল্পনা এখনও ততটা সফল হয়নি।অন্যদিকে, অখিলেশ যাদবও নিজের জন্মদিনে দলীয় কর্মীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে নানা কর্মসূচিতে অংশ নিচ্ছেন। সমাজবাদী পার্টির তরফে এই দিনটি সমাজবাদী চিন্তাধারার প্রচার এবং মানুষের কাছে পৌঁছানোর দিন হিসেবেই পালন করা হয।রাহুল গান্ধীর এই বার্তা ঘিরে স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক মহলে আলোচনার ঝড় উঠেছে। অনেকের মতে, লোকসভা নির্বাচনের পরে যেহেতু বিরোধী কণ্ঠ আরও সংগঠিত হচ্ছে, তাতে এইধরনের ব্যক্তিগত সৌজন্য বাড়াগুলিও রাজনৈতিক সীড়ার ভার বহন করছে।তাই বলা যায়, অখিলেশ যাদবের জন্মদিন উপলক্ষে রাহুল গান্ধীর শুভেচ্ছা শুধু এক শুভাকাঙ্ক্ষীর সৌজন্য নয়, বরং একটি রাজনৈতিক বার্তা, একটি সংকেত-যা ভবিষ্যতের বিরোধী রাজনীতি পথচলার দিশা দেখাতে পারে।

ড্রেনে পড়ে থাকা বৃদ্ধের মৃতদেহ উদ্ধার

জালৌন, ১ জুলাইঃমঙ্গলবার ওরাই কোতোয়ালি এলাকায় ড্রেনে পড়া থাকা এক বৃদ্ধের মৃতদেহ উদ্ধার হওয়াকে কেন্দ্র এলাকেনা চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। খবর পেয়ে পুলিশ এবং ফরেনসিক দল পৌঁছে মৃত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়।পুলিশ জানিয়েছে, মৃত স্থানীয় বৃদ্ধ হিসেবে শনাক্ত করা হয়েছে। নাম সত্য বাম্বীকী। তিনি ময়নাদে আসক্ত বলে জানা গেছে। প্রাথমিক তদন্তে কোনও আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। প্রথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, তিনি হয়তো মদ্যপ অবস্থায় ড্রেনে পড়ে থাকতে পারেন।

চিকিৎসক দিবসে চিকিৎসকদের প্রতি প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধার্ঘ্যঃতাঁরাই মানবতার

নয়াদিল্লি, ১ জুলাইঃ ‘জাতীয় চিকিৎসক দিবস’ উপলক্ষে দেশজুড়ে যখন চিকিৎসকদের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানানো হচ্ছে, তখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও তাঁর শুভেচ্ছা বার্তার মাধ্যমে কুর্নিশ জানানেন দেশের সর্বস্তর চিকিৎসক সমাজকে। সামাজিক মাধ্যমে একটি বার্তা দিয়ে তিনি চিকিৎসকদের প্রশংসা করে বলেন, চিকিৎসক দিবসে সকল প্রশিরম্ী চিকিৎসকদের জন্যই আন্তরিক শুভেচ্ছা। তারা তাঁদের দক্ষতা, সহানুভূতি ও অবিরাম পরিশ্রমের মাধ্যমে স্বাস্থ্য পরিসেবার এক অনন্য মাপকাঠি স্থাপন করেছেন।প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, আমাদের চিকিসংকরা শুধুই রোগ নিরাময়ে পারদর্শী নন, তারা মানবিকতায়ও অনন্য। তাঁদের সহানুভূতির মনোভাব সত্যিই প্রশংসার যোগ্য। তারা আমাদের স্বাস্থ্য রক্ষার প্রহরী, দেশের স্বাস্থ্য



পরিকাঠামোর মেরুদণ্ড। ভারতের স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে তাঁদের ভূমিকা অতাবনীয়।

প্রধানমন্ত্রীর এই বার্তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ কোভিড-পরবর্তী সময়ে চিকিৎসকদের ভূমিকা এবং

চা্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট দিবসে শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীরঃস্বচ্ছ অর্থনীতির নেপথ্যের নির্ভরযোগ্য সৈনিক সিএ-রা

নয়াদিল্লি, ১ জুলাইঃ ১ জুলাই, দেশের অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর নির্ভরযোগ্য স্তম্ভ হিসেবে বিবেচিত চা্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টদের (সিএ) সম্মান জানাতে পালিত হচ্ছে চা্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট দিবস। এই উপলক্ষে দেশজুড়ে শুভেচ্ছা বার্তা আসছে নানা মহল থেকে। সেই তালিকায় প্রথম সারিতেই রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার সকালে নিজের এক্স (প্রাক্তন টুইটার) হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রী লেখেন,সকল চাটার্ড অ্যাকাডন্ট্যান্ট দের সিএ দিবসের শুভেচ্ছা! তাঁদের নির্ভুলতা এবং দক্ষতা প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের জন্য অপরিহার্য। স্বচ্ছতার উপর জোর দিয়ে তারা সুস্থ অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। সফল কর্পোরেশনগুলিকে গঠনে ও টিকিয়ে রাখতে তাঁদের ভূমিকা অসামান্য। প্রধানমন্ত্রীর এই বার্তায় যেমন সিএদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ফুটে উঠেছে, তেমনই এই পেশার গুরুত্বও নতুন করে চিহ্নিত হয়েছে। দেশের অর্থনৈতিক স্বচ্ছতা, কর ব্যবস্থাপনা, আর্থিক পরিকল্পনা এবং করপোরেট গভার্ন্যান্সের ক্ষেত্রগুলিতে



সিএদের যে ভূমিকা রয়েছে, তা প্রধানমন্ত্রী একেবারে স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন।চা্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট দিবসটি প্রতিবছর ১ জুলাই উদ্‌যাপিত হয় ১৯৪৯ সালে এই দিনে ইনস্টিটিউট অফ চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অফ ইন্ডিয়া (ICAI) গঠিত হওয়ার স্মরণে। এই সংস্থাই ভারতের সিএ পেশার সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থা। এই দিনে দেশের

নানা প্রান্তে সিএ সংস্থা, ছাত্র ও পেশাদাররা সেমিনার, কর্মশালা এবং নানান সচেতনতা মূলক কর্মসূচির মাধ্যমে দিবসটি উদ্‌যাপন করছেন।বিশেষজ্ঞদের মতে, গত এক দশকে ডিজিটাল ইকোনমি ও জিএসটি চালু হওয়ার পর, দেশের আর্থিক গণ্ডিতে সিএদের ভূমিকা অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

ভেঙ্কাইয়া নাইডুর জন্মদিনে প্রধানমন্ত্রী মোদীর শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা, জনসেবাকে কুর্নিশ

নয়াদিল্লি, ১ জুলাইঃদেশের প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতি এম. ভেঙ্কাইয়া নাইডুর জন্মদিনে তাঁকে শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা জানিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা িয়েেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুধু ব্যক্তিগত সম্পর্ক নয়, বরং এক আশ্রয় জননেতার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও সম্মানের প্রকাশ মিলল এই বার্তায়।মঙ্গলবার সকালে এক বিবৃতিতে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতি এম. ভেঙ্কাইয়া নাইডুরকে তাঁর জন্মদিনে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। বহু বছর ধরে তাঁর সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। জনসেবা ও সমাজের অবহেলিত শ্রেণির ক্ষমতায়নের জন্য তাঁর অবদান নিঃসন্দেহে অনুকরণের মার্গেও। সুস্থ জীবন কামনা করি।এই বার্তাটি নিছক শুভেচ্ছা নয়, বরং এক দীর্ঘ রাস্তায় সঙ্গীতের সহযাত্রীর আত্মিক প্রতিফলন। ভেঙ্কাইয়া নাইডু শুধু একজন সাংবিধানিক পদাধিকারী ছিলেন না, তিনি ছিলেন দক্ষিণ ভারতের এক জননেতা, দ্বিগুণ দেশজুড়ে সম্মান অর্জন করেছিলেন নিজের স্পষ্টবাদিতা, সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন এবং রাজনৈতিক শালীনতার জন্য।রাজনীতির উত্থান শুরু হয়েছিল অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে। সেখান থেকে তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর



বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে একসময়ে উঠে আসেন দেশের উপরাষ্ট্রপতির আসনে। ২০১৭ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত তিনি এই পদে আসীন ছিলেন। তাঁর পাঁচ বছরের উপরাষ্ট্রপতির কার্যকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে তাঁর শালীন আচরণ, ভাষাগত দক্ষতা, এবং সংসদীয় রীতিনীতির প্রতি অবিচল নিষ্ঠার জন্য।ভেঙ্কাইয়া নাইডুর রাজনৈতিক জীবন বরাবরই সযত্নে, দায়িত্বান এবং জনমুখী। ভারতীয় জনতা পার্টির এক সময়ের গুরুত্বপূর্ণ মুখপাত্র হিসেবে তিনি যে রাজনৈতিক ভাষা চর্চা করতেন, তাতে ছিল দেশপ্রেম, নীতিনিষ্ঠা এবং আত্মসম্মানের সুর। পরবর্তীতে সাংবিধানিক পদে অধিষ্ঠিত হয়ে, তিনি দলীয় পরিচয় ছাড়িয়ে এক সার্বজনীন মর্যাদার প্রতীক হয়ে

উঠেছিলেন।প্রধানমন্ত্রীর বার্তায় উঠে এসেছে সেই দীর্ঘ সহযাত্রীর স্মৃতি। তিনি জানিয়েছেন, বহু বছর ধরে নাইডুর সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করার সৌভাগ্য হতেছে তাঁরা। এই দীর্ঘ রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক অভিজ্ঞতার মধ্যে গড়ে উঠেছিল দায়িত্বশীলতা।আজ যখন রাজনীতির পরিবেশ প্রায়ই কাচা ছোঁড়াছড়িতে কলুষিত, তখন ভেঙ্কাইয়া নাইডুর মতো ব্যক্তিত্বকে স্মরণ করা মানেই রাজনীতির সুস্থ পরিসরকে কুর্নিশ জানানো। প্রধানমন্ত্রী পেরাঁর বক্তব্যে তাই ধরা পড়ে এক গভীর আত্মবোধ্য, এক রাজনৈতিক সৌজন্য ও মানবিক সেতুবন্ধনের বাতী।নাইডু বরাবরই বিশ্রাস করতেন সংসদ হল বিতর্কের মঞ্চ, দ্বন্দ্বের নদী উপরাষ্ট্রপতির পদে থেকে তিনি বহু বিতর্কিতকে শান্ত ও শালীনভাবে সামলছেন। তাঁর বক্তৃতা ও সংসদীয় আচরণে বরাবর ধরা পড়েছে ভারসাম্য, রাজনৈতিক পরিণতিবোধ এবং সাংবিধানিক সম্মান রক্ষার প্রত্যয়।এইরকম এক জননেতার জন্মদিনে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে এমন আন্তরিক বার্তা তাঁকে নতুন করে আলোচনায় নিয়ে এসেছে। রাজনৈতিক মতপার্থক্যের উর্ধ্বে উঠে এক জনসেবাকে

আলকারাজের মানবিকতা ও ম্যাচজয়ঃউইম্বলডনের ঘাসে এক হৃদয়ছোঁয়া মুহূর্ত

লন্ডনঃলন্ডনের ঐতিহাসিক অল ইংল্যান্ড লনে ২০২৫ সালের উইম্বলডন চ্যাম্পিয়নশিপের প্রথম রাউন্ডে ঘটে গেল এক অনন্য ঘটনা। খেলাধুলার উত্তেজনা, কৌশলগত চিন্তাচ্যুত্বের মধ্যেও যে মানবিকতার পরশ ফুটে উঠতে পারে, তার নিখাদ উদাহরণ হচ্ছে রবি এই ম্যাচটি। সোমবার কার্লোস আলকারাজ এবং ফ্যাবিও ফগনিনির মধ্যকার হাড্ডাঝাড়ি লড়াইয়ের মাঝে এমনই এক মুহূর্ত উঠে এসে, যা কেবল ক্রীড়াঙ্গনের নয়, সমগ্র মানবজাতির কাছেই এক অনুপ্রেরণার বার্তা।ম্যাচের পঞ্চম সেট মর্যাদাসম্পন্ন টর্নামেন্টের উত্তাপে জমে উঠেছিল পরিবেশ। আলকারাজ তখন ৩-০ গোয়ে এগিয়ে। টিক সেই সময়ই স্ট্যান্ডের এক কোণে একটি অস্বাভাবিক অস্থিরতা লক্ষ্য করা যায়। বোঝা যায়, এক দশক শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন এবং দ্রুত চিকিৎসা সহায়তা প্রয়োজন। এমন সংকটময় মুহূর্তে যা সাধারণ টর্নামেন্ট আয়োজকদের

হাতেই থাকে, সেখানে ব্যতিক্রমী ভূমিকা নিয়ে সকলকে চমকে দিলেন আলকারাজ।তিনি বল হাতে রেখেই স্ট্যান্ডের দিকে এগিয়ে যান এবং ঋণ্য অসুস্থ দর্শকের জন্য জল নিয়ে পৌঁছে দেন। এই মানবিক প্রতিক্রিয়া কেবল ক্রীড়াপ্রেমীদের নয়, উপস্থিত সকল দর্শক এবং টেলিভিশনের দর্দার ওপারে থাকা কোটি দর্শকের হৃদয় ছুঁয়ে যায়। এমন মুহূর্ত কেবল স্কোরবোর্ডে ধরা পড়ে না, বরং মানবতার স্কোরে এক বড় জয় হয়ে থাকে।প্রায় ১৫ মিনিট ধরে খেলা বন্ধ থাকে। এই সময়ে চিকিৎসক দল দ্রুত দর্শকের প্রাথমিক চিকিৎসা নিশ্চিত করেন। স্বস্তির বিষয়, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে এবং খেলা পুনরায় শুরু হয়। কিন্তু এর মধ্যেই এক অনূ্যরকম আবেগঘন আবহ তৈরি হয়ে গিয়েছিল কোর্টে।আবার যখন খেলা শুরু হয়, তখন মনে হচ্ছিল সেই মানবিক ঘটনার পর আরও উদ্দীপ্ত হয়েছেন আলকারাজ। যেন এক নতুন অনুপ্রেরণা নিয়ে কোর্টে ফিরলেন তিনি। খুব বেশি সময় নেননি ম্যাচ

শেষ করতে। চূড়ান্ত ফলাফল দাঁড়ায়- ৭-৫, ৬-৭, ৭-৫, ২-৬, ৬-১। পাঁচ সেটের এই যুদ্ধ শেষে হাসি ফুটল আলকারাজের মুখে, তবে তিনি কেবল বিজয়ী খেলোয়াড় হিসেবে নয়, একজন সবেদনশীল মানুষ হিসেবেও উঠে এলেন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে।এই ম্যাচটি ছিল ইতালির ফ্যাবিও ফগনিনির উইম্বলডনে শেষ উপস্থিতি। ৩৮ বছর বয়সী এই অভিজ্ঞ তারকা খেলোয়াড় এই নিয়ে ১৫ তম এবং সম্ভবত শেষবারের মতো উইম্বলডনের ঘাসের কোর্টে পা রাখলেন। দীর্ঘ কেরিয়ায়ের শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকা ফগনিনির কাছে এদিনের পরাম্শ্ব যেনম কঠোর, তেমনি আলকারাজের প্রতি শ্রদ্ধা আর মানবিকতা দেখে হয়তো তিনিও এই শেষ ম্যাচকে একটি সুন্দর স্মৃতি হিসেবেই মনে রাখবেন।উল্লেখযোগ্য বিষয়, কার্লোস আলকারাজের জন্য এই ম্যাচ কেবল একটি প্রথম রাউন্ড জয় নয়। এটি ছিল একবারে খেলার মধ্যে থেকেও খেলার বাইরের দায়িত্ববোধের

তাঁদের আত্মত্যাগ দেশের প্রতিটি নাগরিকের কাছে এক স্মরণীয় অধ্যায় হয়ে রয়ে গিয়েছে। সেই প্রেক্ষাপটে প্রধানমন্ত্রী মোদীর এই বার্তা শুধু আনুষ্ঠানিক শুভেচ্ছা নয়, বরং এক গভীর কৃতজ্ঞতা ও স্বীকৃতির প্রতীক।উল্লেখ্য, প্রতি বছর ১ জুলাই দেশে জাতীয় চিকিসক দিবস পালন করা হয় কিংবদন্তি চিকিৎসক ও পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের জন্ম ও মৃত্যুদিন উপলক্ষে। এই দিনটি চিকিৎসকদের প্রতি সম্মান জানানোর পাশাপাশি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলির প্রতি ও আলোকপাত করে।চিকিৎসক দিবসে প্রধানমন্ত্রী মোদীর এই বার্তা শুধু চিকিৎসকদের উসাহিত করবে না, বরং দেশের স্বাস্থ্যসেবার প্রতি একটি সম্মানজনক মনোভাব গড়ে তুলতে সাহায্য করবে বলেই মত সংশ্লিষ্ট মহলে।

সংস্থার আর্থিক সুনিয়ন্ত্রণ, এমনকি আন্তর্জাতিক অভিট মানদণ্ডও রক্ষায়ও তাঁরা এক অনন্য ভূমিকা পালন করছেন। এই প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী তাঁদের স্বচ্ছতা ও সুশাসনের রক্ষক হিসেবে যে স্বীকৃতি দিয়েছেন, তা নিঃসন্দেহে তাঁদের অনুপ্রেরণা যোগাবে।প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্য এই অপর তরুণ প্রজন্মের কাছে এক পেশার গুরুত্বকেও তুলে ধরেছে। শুধু পেশাগত সাফল্য নয়, দেশ গঠনের ক্ষেত্রেও যে সিএরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারেন, এই বার্তায় তাইরই প্রতিফলন মিলেছে।আজকের দিনে যখন দেশ অর্থনৈতিক পরিকাঠামোকে আরও শক্তিশালী করার দিকে এগিয়ে চলেছে, তখন সিএদের প্রতি এই শুভেচ্ছা শুধুই আনুষ্ঠানিক বার্তা নয়, বরং এক সম্মানসূচক স্বীকৃতি। আর তা এসেছে দেশের শীর্ষ প্রশাসনিক স্তর থেকে। তাই বলা যায়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর এই বার্তা দেশের লক্ষ লক্ষ সিএ এবং তাঁদের পরিবারের জন্য গর্ব ও অনুপ্রেরণার এক মূল্যবান উপহার।

মাসের শুরুতেই স্বস্তির হাওয়াঃএকধাক্কায় ৫৮.৫০ টাকা কমল বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম



নয়াদিল্লিঃজুলাই মাসের শুরুতেই সাধারণ মানুষের পাশাপাশি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলছেন হোটেল, রেস্তোরাঁ ও ছোট ব্যবসার মালিকরা। কারণ, একধাক্কায় ৫৮.৫০ টাকা কমে গেল বাণিজ্যিক এলপিগ্যাসের দাম। রান্নার জন্য ব্যবহৃত ১৯ কেজি ওজনের বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের দাম এই হ্রাসের ফলে কিছুটা হলেও আর্থিক চাপে রাশ টানবে বলে আশা করা যায়।প্রতি মাসের প্রথম তারিখেই এলপিগ্যাস-র দাম সংশোধন করে থাকে তেল সংস্থাগুলি। তারই অংশ হিসেবে জুলাই মাসের প্রথম দিন, অর্থাৎ মঙ্গলবার, নতুন দর প্রকাশিত হয়েছে। দিল্লিতে ১৯ কেজির বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম এখন দাঁড়িয়েছে ১৬৭৬ টাকা। কলকাতায় সেই দাম হয়েছে ১৭৮৭ টাকা, মুম্বইয়ে ১৬৩০.৫০ টাকা এবং চেন্নাইয়ে ১৮৯৩ টাকা।এর ফলে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হবেন সেই সমস্ত ব্যবসায়ীরা, যারা হোটেল, রেস্তোরাঁ বা ক্যাটারিং ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। কারণ এই শিল্পগুলির দৈনন্দিন পরিচালনার ব্যবরাদ্দে গ্যাসের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ফলে প্রতি কিলোগ্রামে দাম কমার অর্থ, পদের খরচ কমা, এবং সেই সঙ্গে সামগ্রিক পরিচালনার খরচেও খানিকটা শাস্রায়।এই মুহূর্তে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে যখন দ্রুত ব্যবসায়ীরা ক্রমাগত জালানি, কাঁচামাল এবং মানবসম্পদের খরচ বৃদ্ধি নিয়ে উদ্বিগ্ন, তখন এই মূল্য হ্রাস এক ইতিবাচক বার্তা বহন করছে। গত কয়েক মাস ধরেই আন্তর্জাতিক বাজারে অশোণিত পেত্রের দামে ওঠানামা দেখা যাচ্ছে। তার সরাসরি প্রভাব পড়ে এলপিগ্যাস এবং অন্যান্য পেট্রোলিয়াম পণ্যের দামের উপরেও। যদিও জুন মাসে বাণিজ্যিক গ্যাসের দামে পরিবর্তন হয়নি, জুলাইয়ের এই ছাউনি তাই অনেকের কাছেই আশার আলো।তবে এই দাম কমার সুবিধা কেবল শহরাক্ষরে সীমাবদ্ধ থাকবে না। গ্রাম ও মঞ্চস্থলের বহু ক্যাটারিং ইউনিট, চায়ের দোকান, খাবারের ছোট ছোট স্টল কিংবা কম খরচের রেস্টুরেন্টগুলিও এই সুবিধার অংশীদার হবে। এক্ষেত্রে এটা শুধুমাত্র খরচের স্বস্তি নয়, বরং একটি অর্থনৈতিক ঘুরে দাঁড়ানোর সম্ভাবনারও ইঙ্গিত।তবে ব্যক্তিগত গৃহস্থালীতে ব্যবহৃত ১৪.২ কেজি ওজনের গ্যাস সিলিন্ডারের দামে কোনও পরিবর্তন হয়নি। সেটি আগের মতোই একই দামে বিক্রি হবে। ফলে সাধারণ গৃহস্থরা এই হ্রাসের প্রত্যক্ষ সুফল না পেলেও, যারা খুদে ব্যবসা কিংবা খাবার সংক্রান্ত পরিষেবা প্রদান করেন, তাঁদের জন্য এক ইতিবাচক পদক্ষেপ।তেল বিপণন সংস্থাগুলির মতে, আন্তর্জাতিক বাজারে এলপিগ্যাস-র দাম কিছুটা হ্রাস পেয়েছে, ফলে তার প্রতিফলন ঘটেছে দেশের অভ্যন্তরীণ দামে। এছাড়াও, কেন্দ্রীয় সরকারের কর কাঠামো এবং রাজ্য অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন ভ্যাট (VAT) যুক্ত হয় বলেই শহরভেদে দামের কিছুটা তারতম্য দেখা যায়।তবে দীর্ঘমেয়াদে এই মূল্য হ্রাস স্থায়ী হবে কিনা, তা নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কারণ আন্তর্জাতিক বাজার আবার যদি অস্থির হয়ে পড়ে, কিংবা ডলার-রুপির দামের ফারাক বাড়ে, তবে এর প্রভাব ভবিষ্যতের গ্যাস দামে পড়তে পারে। তবুও, আপাতত এই ছাড়কে স্বাগত জানিয়েছেন বিস্কু মহলারান্নাঘরের আশুপ্ত এমন একটু ঘীরে ঝললেও, ব্যবসার অঙ্গে সে বড় মূল্যবান শান্তি। শহরের একাধিক হোটেল-রেস্তোরাঁ মালিক জানিয়েছেন, গ্যাসের দাম কমাার ফলে খাবারের দাম স্থিতিশীল রাখা সহজ হবে। অনেক ক্ষেত্রেই ক্রেতাদের উপর অতিরিক্ত খরচের বোঝা চাপিয়ে দিতে হচ্ছিল, এখন কিছুটা হলেও সেই চাপে রাশ টানা সম্ভব হবে।সরকারি স্তরে এখনও এই বিষয়ে আনুষ্ঠানিক কোনও প্রতিক্রিয়া না মিললেও, দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক স্বাস্থ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সমন্বয়যোগ্যী পদক্ষেপকে ইতিবাচক বলেই মনে করছেন অর্থনীতিবিদরা। তাদের মতে, বারবার মূল্যবৃদ্ধির ধাক্কা পিষ্ট ছোট ব্যবসায়ীদের পাশে দাঁড়াতে এই ধরনের নীতিগত সহায়তা অত্যন্ত জরুরি।সব মিলিয়ে মাসের শুরুতেই গ্যাসের এই দাম হ্রাস অনেকের কাছেই একটি মানসান্ত্বিক বিশেষ। কারণ মূল্যবৃদ্ধির খবর যখন প্রায় নিয়মিত, তখন একবার দাম কমার খবর সমাজের প্রত্যন্ত প্রান্তেও নতুন আশার বার্তা পৌঁছে দেয়। আর তাই বলা যায়-জুলাই শুরু হল একটা হালকা মনেই।

সিরিয়ার ওপর থেকে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করল ট্রাম্প প্রশাসন, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ফিরতে প্রস্তুত যুদ্ধবিধবস্ত দেশে

ওয়াশিংটন, ১ জুলাইঃসিরিয়ার উপরে আরোপিত দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা অবশেষে প্রত্যাহার করল আমেরিকা। সোমবার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প স্বাক্ষরিত একটি এগজিকিউটিভ আদেশের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে এই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়েছে। এই সিদ্ধান্তের ফলে দীর্ঘদিন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও আর্থিক যোগাযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা যুদ্ধবিধবস্ত সিরিয়ার সামনে নতুন দিগন্ত খুলে গেল বলে মনে করছেন আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকেরা।হোয়াইট হাউসের তরফে জানানো হয়েছে, এই সিদ্ধান্ত আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতি এবং মধ্যপ্রাচ্যে নতুন কৌশলের অঙ্গ। হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র ক্যারোলিন লেভিট স্পষ্ট করে জানিয়েছেন, সিরিয়ার জনগণের স্বার্থে এবং তাদের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে এই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু যারা মানবাধিকার লঙ্ঘন, রাসায়নিক অস্ত্র উৎপাদন, সন্ত্রাসবাদ বা আন্তর্জাতিক অপরাধমূলক কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত, তাঁদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকবে।এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে উঠে এসেছে আরও কিছু শর্ত। সিরিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদ এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ গোষ্ঠীর সদস্যদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরগের মতোই কার্যকর থাকবে। একই সঙ্গে ইসলামিক স্টেট, ইরানপন্থী মিলিশিয়া গোষ্ঠী এবং আন্তর্জাতিক মাদক চক্রের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরাও এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের সুবিধা পাবেন না।২০১১ সালে সিরিয়ায়গৃহযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকেই আমেরিকা একাধিক দফায় সিরিয়ার বিরুদ্ধে একাধিক জারি করেছিল। যুদ্ধের অভিযাতে বিধবস্ত হয়েছিল দেশটির অর্থনীতি। দেশের ব্যাংকিং, স্বাস্থ্য, অবকাঠামো এবং শিল্প খাত ছিল কার্যত পঙ্গু অবস্থায়। আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক পরিকাঠামো থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল দামাশ্চায়। বিদেশি বিনিয়োগ তো দূরের কথা, দেশের বাইরে থাকা অর্থও জন্ম হয়েছিল আমেরিকার হস্তক্ষেপোত্তবে সাম্প্রতিক কালে, সিরিয়ার বেশ কিছু অংশে যুদ্ধ পরিপ্রতিতি স্থিমিত হয়েছে। সেই সঙ্গে মানবিক সাহায্য এবং পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার চাপ বাড়তে থাকায় আন্তর্জাতিক মহলে একটা নরম সুর লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। বিশেষ করে ইউরোপীয় কিছু দেশের পক্ষ থেকেও সিরিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগাযোগ পুনরায় চালুর দাবি উঠছিল। এই প্রেক্ষিতেই ট্রাম্প প্রশাসনের এই পদক্ষেপকে রাজনৈতিক কূটনীতির দিক থেকেও গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।বিশ্লেষকদের একাংশ মনে করছেন, এই সিদ্ধান্তের পেছনে মার্কিন অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক স্বার্থ এবং মধ্যপ্রাচ্যে ইরানের প্রভাব রখতে দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত পরিকল্পনার ইঙ্গিত লুকিয়ে রয়েছে। সিরিয়ার অর্থনীতি পুনরুজ্জীবনের সঙ্গে যুক্ত হলে মার্কিন কোম্পানিগুলির জন্য নতুন বাজারের সম্ভাবনা তৈরি হবে। একই সঙ্গে ইরানপন্থী সাম্রাজ্য গোষ্ঠীগুলিকে বিচ্ছিন্ন করে সিরিয়ার উপর রাজনৈতিক প্রভাব বজায় রাখারও পথ সুগম হবে।তবে এই সিদ্ধান্ত নিয়ে বিতর্কও কম নয়। মানবাধিকার সংস্থাগুলির একাংশ প্রশ্ন তুলেছে, এখনও যখন সিরিয়ায় একাধিক অঞ্চল রাজনৈতিকভাবে অস্থির এবং মানবাধিকার পরিস্থিতি অনিশ্চিত, তখন এত দ্রুত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার কতটা যুক্তিসঙ্গত। অনেকের মতে, এতে সিরিয়ার অভ্যন্তরীণ কর্তৃত্বশীল শাসনব্যবস্থাকে বৈধতা দেওয়া হতে পারে।তবুও বাস্তবতা হয়, যুদ্ধ ও নিষেধাজ্ঞার চাপে বিধবস্ত একটি দেশের সাধারণ মানুষের জন্য এই পদক্ষেপ এক নতুন আশার আলো। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অংশগ্রহণ, আর্থিক লেনদেনের সুযোগ, বিদেশি সহায়তা এবং পরিকাঠামো উন্নয়নের সম্ভাবনা এই সিদ্ধান্তের ফলে কিছুটা হলেও এগিয়ে আসবে। সিরিয়ার তরুণ প্রজন্ম, যারা যুদ্ধ ছাড়া আর কিছু চেনেনি, তাদের সামনে নতুন ভবিষ্যতের দরজা খুলে যেতে পারে।এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

দুর্ঘট বার্তা রাশিফল

মেঘঃ আজ ভালো ভালো খাবার ও নতুন পোশাক পেতে পারেন। কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজে বাধা দূর হবে। ভ্রমণের সময় নতুন বন্ধু তৈরি হবে। রাজনৈতিক সম্পর্কের সুফল পাবেন। ব্যবসা সম্প্রসারণের পরিকল্পনা সফল হবে। বৃষঃআপনাকে আজ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হবে- যা আপনার মানসিক এবং মায়াবিক চাপের সৃষ্টি করবে। সাময়িক ঋণের জন্য যারা আপনার কাছে আসে তাদেরকে শুধু উপেক্ষা করুন। মোটের উপর এক লাভজনক দিন, কিন্তু এমন কেউ যাকে আপনি বিশ্বাস করতে পারেন বলে ভাবেন সে আপনাকে নিচু দেখাবে। প্রেমের সুযোগগুলি (সন্তান।বাগুলি) স্পষ্ট - কিন্তু ক্ষণস্থায়ী হবে। নতুন মক্কেলদের সাথে আপস আলোচনা করার জন্য এই দিনটি চমকায়। মিথুনঃ আজকের দিনে আপনার মনে নতুন নতুন ধারণা আসতে পারে। নতুন ধারণা এবং সৃজনশীলতা আপনার আপনার কাজে নতুন উচ্চতা অর্জন করতে সাহায্য করবে। কর্কটঃ প্রেমকে আবার জাগিয়ে তুলুন। প্রেমের যাদু ফিরে পেতে কিছু মজাদার বাড়ির ভিতরে খেলা যায় এমন খেলার আশ্রয় নেওয়া। সিংহঃঅহংকারকে আলাদা করে রাখলে সফল জীবনে প্রেমে সাফল্য পাবেন। আনুগত্য এবং বিশ্বস্ততা দিয়ে আপনার প্রিয়জনের সমর্থন জিতে নবেন। আর্থিক ক্ষেত্রে এগ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে আপনার বড় বিনিয়োগগুলিতে সতর্ক থাকুন। কর্মক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাস এবং ইতিবাচকতা দেখানোর দিন আজ। কন্যাঃ আজ আপনার সঙ্গীকে প্রলুব্ধ করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে পারে। আপনার প্রিয়জনের থেকে বরং এটি শিখে নিন। তুলাঃকিছু আকর্ষণীয় ভাবের আদানপ্রদান আপনার প্রেমের সম্পর্ককে মধুর করে তুলতে পারে। আপনার প্রিয়জনের সঙ্গে কিছু উৎপাদনশীল সময় কাটানোর মেজাজ থাকতে পারে আজ। বৃশ্চিকঃ এই সপ্তাহটি আপনার ব্যক্তিগত এবং পেশাগত উন্নতির জন্য আশাব্যঞ্জক হতে পারে। ধনুঃ আপনার প্রিয় মানুষের সঙ্গে উত্তেজনাপূর্ণ ও রোমাঞ্চকর কিছু মুহূর্ত কাটতে পারে। মকরঃ কর্মক্ষেত্রে একটি ক্লান্তিকর দিন পরে, আপনার প্রিয়জনের কাছ থেকে মালিশ পাওয়া আপনাকে সজীব করে তুলবে। আপনার সঙ্গী আপনার যত্ন নবেন এবং তার উপস্থিতিতে আপনি শক্তি এবং উৎসাহে পূর্ণ হয়ে উঠবেন। আর্থিক ভাবে সন্দেহ এড়াতে আপনার যৌথ অ্যাকাউন্ট করা উচিত নয়। প্রযুক্তিগত সমস্যা কাজের জায়গায় আপনার দিনটি নষ্ট করবে। সময় এবং দক্ষতার ব্যবস্থাননা করা বড় সমস্যা হয়ে উঠতে পারে। কুম্ভঃ আপনার সঙ্গীর সঙ্গে ভালো সময় কাটাবেন আজ। তাদের পরে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি চাপিয়ে দেওয়ার থেকে বরং একসঙ্গে উপভোগ করুন। সন্ধ্যাঃ সংগীত এবং বইগুলি আপনার সন্ধ্যাকে আলোচিত করে তুলবে। অনুমানমূলক বিনিয়োগের জন্য এটি ভালো দিন না। ভাগ্য অনুকূল না হওয়া পর্যন্ত ধৈর্য ধরতে শিখুন। কাজের জায়গায় সিনিয়রদের দায়িত্ব নিতে দিন। মীনঃআপনার স্বাস্থ্য ভালো রাখবে এমন জিনিসের উপর কাজ করার পক্ষে একটি কল্যাণকর দিন। যারা এখন অবধি অহেতুক তাদের অর্থ উড়িয়ে দিয়েছিল তাদের অর্থনৈতিক কাজটি নিয়ন্ত্রণ করা উচিত এবং সঞ্চয় করা শুরু করা উচিত। আগে থেকে করা ভ্রমণের পরিকল্পনা পরিবারের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যার জন্য স্থগিত হয়ে যেতে পারে। আপনার বিষয় জীবন আপনার পত্নীর উত্তেজনা কারণ হতে পারে। অবহাওয়া

বর্ষা সক্রিয়। দক্ষিণবঙ্গের সর্বত্র সারা সপ্তাহ ধরেই বিষ্কণ্ড ভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। তবে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর পাশাপাশি দক্ষিণবঙ্গের উপরে সক্রিয় হয়েছে অক্ষরেখা। নতুন করে একটি নিম্নচাপ অঞ্চল তৈরি হচ্ছে বঙ্গোপসাগরের উপরে। ফলে বৃষ্টির দাপট বেশি থাকবে। উত্তাল থাকবে সমুদ্রও। শহরে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিষ্কণ্ড বৃষ্টি চলবে। সঙ্গে বইতে পারে ঝোড়ো হাওয়া। দক্ষিণ ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া এবং দুই ধর্মপানে ভারী বৃষ্টি হতে পারে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা-৩০ ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং সর্ব নিম্ন্য-২৪ ডিগ্রী সেলসিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯৭ শতাংশ। এবং ৮৩ শতাংশ। বৃষ্টি হয়েছে-১৯.১ মিলিমিটার পর্যন্ত। আজকের দিনে জোয়ার-সকাল ০৭টা ৫০মিনিট এবং রাত ১১টা ৫০মিনিট। ভাটা-সকাল ১০টা ৫০মিনিট এবং রাত ১০টা ৫০মিনিট। সূর্যঃউদয় ৬সকাল ৪টা ৫৭মিনিট এবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ১৬মিনিটে হবে।

গৃহস্থালী এসি-মাইক্রোওয়েভ ব্যবহার করেও কীভাবে কমাবেন খরচ

একে তো প্রচণ্ড গরম। তার সঙ্গে আর্জতা। সবমিলিয়ে বর্ষার শুরুতেও যেন স্বস্তি নেই। তাই ঘরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলছে এসি, ফ্যান। এছাড়া অন্যান্য বৈদ্যুতিন সামগ্রী রয়েছে। সবমিলিয়ে মাস শেষে কাঁড়ি কাড়ি বিদ্যুতের বিল। সমস্ত খরচ সামলে বিদ্যুতের বিল দিতে গিয়ে মাথায় হাত মধ্যবিন্তের। জানেন কি, কয়েকটি সহজ টিপস মানলে বিভিন্ন ধরনের বৈদ্যুতিন সামগ্রী ব্যবহারের পরেও বিল নাগালের মধ্যে রাখা সম্ভব। গৃহস্থদের জন্য রইল বিশেষ টিপস। সাধারণ এসির বদলে বাড়িতে ব্যবহার

রাখেন প্রায় সকলেই। বাড়ির টুকটিচুকি আবর্জনা সেখানে ফেলে দেওয়া হয়। মশলার প্যাকেট থেকে প্লাস্টিকের জলের বোতল - সবই ফেলে দেওয়া হয় ওই নেংরা ফেলার জায়গায়। তবে জানেন কি বাড়িতে থাকা এই ১০টি জিনিস ডাস্টবিনে বিদ্যুতের বিল দিতে গিয়ে

ফেলেলে হতে পারে সর্বনাশ। রান্নাঘরের থাকা ডাস্টবিনে ভুলেও হোয়ার স্প্রে, ডিওডোরেন্ট, স্প্রে রঙের বোতল ফেলবেন না। কারণ, তা অন্যান্য ময়লার সঙ্গে মিশে রাসায়নিক বিক্রিয়া হতে পারে। তার ফলে ঘটতে পারে বিস্ফোরণও। তাই ভুলেও এই ধরনের বোতল ফেলেবেন ফেলবেন না। কাউন্সিলিং এবং লিথিয়াম থাকে ব্যাটারিতে। তা রান্নাঘরে থাকা ডাস্টবিনে ফেলবেন না। নইলে পরিবেশ দূষণ হতে পারে। সাধারণ কাগজ মাটির সঙ্গে মিশে যায়। তার ফলে দূষণের সম্ভাবনা অনেক কম। কিন্তু রঙিন কাগজের উপর থাকা রঙ পরিবেশ দূষণ করে। তাই তা ভুলেও ডাস্টবিনে ফেলবেন না।মাটি এবং সেরামিক পাত্র ভুলেও রান্নাঘরের কোণে থাকা ডাস্টবিনে ফেলবেন না। পরিবর্তে তা অন্যভাবে ব্যবহারের চেষ্টা করুন। প্লাস্টিক এবং জেল দিয়ে তৈরি হয় ডায়োপারা। যেহেতু এতে খুনেরো প্রস্রাবও কয়েক শৌচকর্মও সারে তারা। তার ফলে জীবাণু সংক্রমণের সম্ভাবনা তৈরি হয়। তাই যেখানে সেখানে তা ফেলবেন নারগুণ, রাসায়নিক এবং জীবাণুনাশকের ফাঁকা বোতল যেখানে সেখানে ফেলবেন না। তার ফলে মাটি দূষণ হতে পারে।ভাড়া কাচ, বাষ্প কিংবা কাচের জানলা ও দরজা ভুল করেও ডাস্টবিনে ফেলবেন না। তাতে

কারও হাত, পা কেটে বড়সড় বিপদ হতে পারে। প্লাস্টিক এবং আলুমিনিয়ামের মিশ্রণে বিভিন্ন ধরনের জুসের ট্রেটা প্যাক তৈরি করা হয়। ভুলেও তা রান্নাঘরে থাকা ডাস্টবিনে ফেলবেন না। তার ফলে পরিবেশ দূষণের সম্ভাবনা বাড়ে অনেক। ব্যান্ডেজ, সিরিজ, গ্লাভসের মতো জিনিসপত্র ভুল করেও রান্নাঘরে থাকা ডাস্টবিনে ফেলবেন না। তা থেকে জীবাণু সংক্রমণের সমস্যা বাড়ে।

পরিবেশের জন্য ক্ষতিকারক কাগজ দিয়ে ন্যাপকিন তৈরি হয়। দূষণ রূপতে চাইলে ভুলেও রান্নাঘরে থাকা ডাস্টবিনে ফেলবেন না। বছরের পর বছর পেরিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু শতচেট্টাতেও অর্থচল্ পিছু ছাড়ছে না। কী করলে বিপমুক্ত হবেন, তা ভেবে কুলকিনারা পাচ্ছেন না। জানেন কি সামান্য একটা প্রাণীর ছবিতেই মিলবে পারে এই সমস্যা থেকে মুক্তি? ফিরতে পারে সুদিন। ভাবছেন তো ব্যাপারটা কী? বিশেষজ্ঞরা বলেন, জীবনের ওঠা-পড়ায় যোগ রয়েছে বাস্তব। বাড়ির কোনদিকে কী রয়েছে, তার উপরও নির্ভর করে ভাগ্য। একটু ভুলে ঘটতে পারে বিপত্তি। আবার এমন অনেক বস্তু রয়েছে, যা বাড়িতে রাখলে ফেরে ভাগ্য। সেই তালিকায় রয়েছে প্রাণী বা প্রাণীর ছবিও। বাস্তবাস্ত্র অনুযায়ী, ঘোড়া নাকি উন্নতির প্রতীক। জানা যায়, মূলত সাদা ঘোড়া নাকি বদলে দিতে পারে ভাগ্য। তবে ঘোড়ার ছবি রাখার ক্ষেত্রেও নিয়ম রয়েছে। তা পালন না করলে হতে পারে উলটো ফল। বিশেষজ্ঞদের কথায়, ৭ টি ঘোড়ার ছবি বাড়িতে রাখলে ভাগ্যমোড়ি হতে বাধ্য। ঘুঘবে অর্থচল্। কিন্তু বাড়ির কোথায় রাখবেন? ভুলেও ৭টি ঘোড়ার ছবি বেডরুমে রাখবেন না। এই ছবি রাখতে হবে ড্রয়িংরুমে। তথ্য বলছে, ড্রয়িংরুমে সাদা ঘোড়ার ছবি অর্থচল্ দূর করতে অর্থার্থ। শুধু বাড়িতেই নয়, চাইলে অফিসে নিজের ডেস্কেও রাখতে পারেন ৭ টি সাদা ঘোড়ার ছবি। তারপর দেখুন ম্যাজিক!

বাগানজুড়ে কাঠগোলাপের সস্তার চান? কি ভাবে পরিচর্যা করবেন

কাঠগোলাপ ফুল নিজেই একটা মায়া। সোনার বরণ এই ফুলের রূপ ও গন্ধে মুগ্ধ হননি এমন মানুষ বোধহয় মিলবে না। বাড়িতে জয়গার অভাব থাকলে অনেকেই নিজের বারান্দা বাগানে এই গাছ বসাতে চান। অনেকসময় বাধ সাথে সঠিক পরিচর্যা। কিভাবে কাঠগোলাপের সঠিক পরিচর্যা করবেন জেনে নিন। রইল টিপস-

এই গাছের জন্য সবার প্রথম যা প্রয়োজন তা হল সঠিক মাটি। এমন মাটি তৈরি করতে হবে যা জল ধরে রাখতে পারবে অথচ গাছের গোঁয়া জল জমতে দেবে না। ৭০ শতাংশ মাটি ও ৩০ শতাংশ জৈব সার মিশিয়ে এই গাছের মাটি তৈরি করতে হবে। এবং অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে টবে বা পাত্রে বসাবেন এই গাছ তাতে যেন সঠিক জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা থাকে।

গাছে জল দেবেন অবশ্যই কিন্তু তা দেবেন কিছুদিন পর পর। খেয়াল রাখবেন কাঠগোলাপ গাছের গোড়ায় যাতে জল না জমে। এই গাছে প্রচুর পরিমাণে জলের প্রয়োজন হয় না। তাই পরিমিত মাত্রায় জল দেওয়াই ভালো। নতুন পাতা আসার মরসুম হোক বা অনাসময়, গাছে নতুন পাতা এলে চেষ্টা করবেন গাছের চারিদিকে স্বল্প পরিমাণে সুপার ফসফেট ও ইউরিয়া সার দিয়ে দিতে। কাঠগোলাপ গাছে পর্বাণ্ড রোদের প্রয়োজন হয়। তাই এমন জায়গায় কাঠগোলাপ গাছ বসানোর চেষ্টা করুন যেখানে পর্বাণ্ড পরিমাণে রোদ, আলো ও বাতাস পাবে।

শীতকালে কাঠগোলাপের যত্নে বিশেষভাবে সচেতন হতে হবে। শীতকালে এই গাছের বৃদ্ধি তুলনামূলকভাবে কমে যায়। এইসময় সার ও জল দুইই গাছে কম পরিমাণে দেবেন। বর্ষাকালে খেয়াল রাখতে হবে গাছের গোড়ায় একদম যাতে জল না দাঁায় নচে গাছের গোড়া পচে যেতে পারে।

টানা বৃষ্টিতে জমাকাপড় শুকাচ্ছে না, কি করবেন
ক্যালেন্ডারের হাত ধরে বসে বর্ষা প্রবেশ করেছে। আর সেই থেকে টানা বৃষ্টি চলছে তো চলছেই। সকাল থেকে মেঘে ঢাকা আকাশ অন্ধকার, নিরঝিরে বৃষ্টি। সূর্যের দেখা নেই। কোনও কোনও দিন যদি বা একটু বেলা বাড়লে রোদ উঁকি দিচ্ছে, কিন্তু পরক্ষণেই ফের বৃষ্টিতে মুখ ঢাকছেন সূর্যদেব! এমন এক অসম সমার দিনযাপন ছাড়া আর ধোঁহহা কিছুই ভালো লাগে না। মনে হয়, এমন দিনেই ‘ বলা যায়’। কিন্তু বসন্ত যে বড় কঠিন! বর্ষার দিনেও প্রাত্যহিকতায় ছেদ পড়লে চলে না। অফিস করতে হয়, বাড়ির কাজও রোজকার মতো চলে। আর এই সময় সবচেয়ে বিরক্তিকর হয়ে ওঠে যে বিষয়টি, তা হল জমাকাপড় না শুকনো। আর্দ্র বাতাসে বিরক্তির অবসানে রইল বেশ কয়েকটি টিপস। প্রথমত, কাচার পর যে কোনও জমাকাপড় ভালো করে নিংড়ে নিতেই হবে। মনে রাখবেন, সেটাই সহজে জমাকাপড় শুকনোর মূল চাবিকাঠি। তারপর শৌচালয়ের হাতাভােরেই পোশাক ঝুলিয়ে রাখুন। তাতে কিছুটা জল ঝরে যাবে। এরপর মেলার পাতা। কী করবেন? বাড়ির কোনও ঘর ফাঁকা থাকলে তার ভালো কিছুই হবে না। সেই ঘরের একটি থেকে ওপ্রান্ত লম্বা দিগ্টি গুণিয়ে ফেলুন। তাতে একটু একটু ফাঁক রেখে মেলে দিন জমাকাপড়গুলো। পাখা চালিয়ে দিন। তাতে দিনের শুকনোে আপনার বস্ত্রদড়িতে না মেলে ভেজা জমাকাপড় হ্যাণ্ডারেও ঝুলিয়ে দিতে পারেন। তাতে হাওয়া চলাচল ভালো হয় এবং শুকনোও তাড়াতাড়ি শুকোয়। তবে হ্যাণ্ডারে নিলে আবার বালকানি কিংবা ছাদে দেবেন না। তাহলে হটা বৃষ্টিতে ভিজে যাওয়ার আশঙ্কা প্রবল। আবার রাতে মশারির উপরও জমাকাপড়গুলো মেলে দিতে পারেন। তাতে রাতভর শুকিয়ে যাবেযেও এভাবেও জমাকাপড় শুকাতে পারেন। এসব উপায় অবলম্বন করেও যদি জমাকাপড় না শুকোয়, তাহলে তা হাতের কাছে ইস্ত্রি কিংবা হোয়ার ড্রায়ার তো আছেই। জল ঝরে যাওয়া জমাকাপড় প্রথমে ড্রায়ার দিয়ে আরও খানিকটা শুকনো করুন, তারপর সোজা অয়রন টেবিলে নিয়ে গিয়ে চালিয়ে দিন ইস্ত্রি। ব্যস, সার্বসুতরো গরমাগরম পোশাক পেয়ে যাবেন। বাড়িতে ওয়াশিং মেশিন থাকলে কাজ আরও সহজ হয়ে যাবে। ওয়াশিং মেশিনের ড্রায়ারই শুকনোর কাজ করে দেবে।



মাননীয় মুখামম্বী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে মহাজাতি সদনের আয়োজনে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের ১৪৪তম জন্ম দিবস পালন হলো মহাজাতি সদনের সেমিনার হলে। অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় অধ্যক্ষ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা ,এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ডাঃ শশী পাঁজা , সভাপতি জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, অধ্যাপক ডাক্তার সুকুমার মুখার্জি ডঃ সুদীপ্ত রায় ও অন্যান্য বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। আজ ১৮ জন চিকিৎসককে সম্মানিত করা হয় সদনের মঞ্চ থেকে । মানব সেবার প্রতীক ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের চিরন্তন প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক ডক্টর সুকুমার মুখার্জি ও অন্যান্যরা। ছবি সুবল সাহা ।

ক্রিমিয়ায় হেলিকপ্টার ও আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ধ্বংসের দাবি ইউক্রেনের

১ জুলাই : রাশিয়ার ক্রিমিয়া অঞ্চলে অবস্থিত কিরোভস্কে বিমানঘাঁটিতে রাতে হামলা চালানোর দাবি করেছে ইউক্রেন। তারা বলছে, এতে রাশিয়ার কয়েকটি হেলিকপ্টার ও একটি আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ধ্বংস হয়েছে। ইউক্রেনের নিরাপত্তা সংস্থা এসবিইউর বিবৃতিতে বলা হয়, ওই ঘাঁটিতে রাশিয়ার উডোজাহাজ পরিচালনাকারী ইউনিট, গোলাবাকসের গুদাম ও ড্রোন ছিল। এগুলো ড্রোন হামলার নিশানা করা হয়েছে। এ ছাড়া হামলায় এমআই-৮, এমআই-২৬ ও এমআই-২৮ নামের হেলিকপ্টার এবং পাস্টিসর-এস১ নামের ক্ষেপণাস্ত্র ও কামানবাবস্থা ধ্বংস হয়েছে। এসবিইউর দাবি, হুদ্রোন হামলার পর সারা রাত ক্রিমিয়ার ওই বিমানঘাঁটিতে একের পর এক বিস্ফোরণ হয়েছে। রাশিয়ার বিমান হামলার প্রস্তুতি বন্ধ করতেই এ হামলা চালানো হয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়, ‘এটা বুঝতে হবে দামি সামরিক সরঞ্জাম বা গোলাবারুদ কোথাও নিরাপদ ন-না যুদ্ধক্ষেত্রে, না ক্রিমিয়াতে, এমনকি একেবারে পেছনের ঘাঁটিতেও নয়।’এদিকে রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বলেছে, শুক্রবার রাত থেকে শনিবার সকাল পর্যন্ত ক্রিমিয়ার আকাশে ৪০টির বেশি ইউক্রেনীয় ড্রোন ভূপাতিত করেছে তারা। ইউক্রেনের ওদেশা অঞ্চলের গভর্নর ওলেগ কিপার বলেন, একটি আবাসিক ভবনে ড্রোন হামলায় কয়েকজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন অন্তত ১৪ জন। এর মধ্যে ৬টি শিশু রয়েছে। ইউক্রেনের দক্ষিণাঞ্চলীয় খেরসনের গভর্নর ওলেগান্দর প্রোকুদিন বলেন, ২৪ ঘণ্টায় রাশিয়ার হামলায় সেখানে একজন নিহত ও তিনজন আহত হয়েছেন। তিনি বলেন, রুশ সেনারা এলাকার গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো, জনসাধারণের ব্যবহারের জায়গা ও বাসাবাড়ি লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছেন। রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বলছে, তারা পূর্ব ইউক্রেনের দোনেস্ক অঞ্চলের চেরভোনা জিরকা নামের একটি গ্রাম দখলে নিয়েছে। ২০২২ সালের এক বিতর্কিত নির্বাচনের পর থেকে মস্কো এ এলাকাকে নিজের বলে দাবি করে আসছে। এদিকে চলতি মাসে তুরস্কে রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে সরাসরি শান্তি আলোচনার চেষ্টা করা হলেও কোনো সমঝোতা হয়নি।

ভারত খুব গুরুত্বপূর্ণ সঙ্গী’, প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে চিনা আস্থাালনের পাল্টা হুঙ্কার আমেরিকার

১ জুলাই : ভূকৌশলগত ক্ষেত্রে ভারত আমেরিকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সঙ্গী। বাণিজ্যচুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার কয়েকদিন আগেই এই কথা ঘোষণা করলেন হোয়াইট হাউসের প্রেস সচিব ক্যারোলিন

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সম্পর্কও খুব ভালো। উল্লেখ্য, প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে চিনের অগ্রাসন রুখতে বারবার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে কোয়াড। সোমবার সেই কোয়াডের বৈঠকে যোগ দিতে

প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বাণিজ্য সচিবের কথা হয়েছে। আপাতত বাণিজ্যচুক্তির শর্তাবলি চূড়ান্ত করার কাজ চলছে। সেটা চাড়া হয়ে গেলেই আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করবেন প্রেসিডেন্ট।



লেভিউ। উল্লেখ্য, সোমবারই জানা গিয়েছে, সম্ভবত একটি জেট গার দিকে এগোচ্ছে চিন-পাকিস্তান-বাংলাদেশ। সেটা ছিল স্বভাবতই প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় ভারত এবং আমেরিকার সমস্যা বাবে। তাই চিন-সহ অন্যান্য দেশকে বার্তা দিতেই সম্ভবত হোয়াইট হাউসের তরফে এই ঘোষণা করা হল।

এমনসার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন হোয়াইট হাউসের প্রেস সচিব। সেখানেই তাঁকে প্রশ্ন করা হয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় চিনের প্রভাব বিস্তার প্রসঙ্গে। সেই প্রশ্নের জবাবেই ক্যারোলিন বলেন, এশিয়া-প্যাসিফিকের ভূকৌশলগত ক্ষেত্রে ভারত আমাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সঙ্গী। আমাদের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে

ওয়াশিংটন উড়ে গিয়েছেন বিশেষমন্ত্রী এস জয়শংকর। চিনকে রুখতে ভারতের ভূমিকার প্রশংসার পাশাপাশি বাণিজ্যচুক্তি হওয়ার বিষয়টিও ঘোষণা করেন ক্যারোলিন। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, গত সপ্তাহেই প্রেসিডেন্ট বলেছিলেন খুব দ্রুতই ভারত-আমেরিকা বাণিজ্যচুক্তি হবে। সেটা সত্যিই হতে চলছে। ওভাল অফিসে

তেলেঙ্গানায় রাসায়নিক কারখানায় বিস্ফোরণে বাড়ল মৃতের সংখ্যা, কারণ খুঁজতে চলছে তদন্ত

১ জুলাই : তেলেঙ্গানার পাশমহিলারামের সিগাচি ইন্ডাস্ট্রিজের রাসায়নিক কারখানায় বিস্ফোরণের ঘটনায় মৃতের সংখ্যা



বেড়ে হল ৬৪। জেলা পুলিশ সুপার পরিচোষ পঞ্চজ বলেন, ধ্বংসাবশেষ সরানোর সময় এখনও পর্যন্ত ৬১ জনের মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে। হাসপাতালে মৃত্যু হয়েছে তিনজনের। পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, উদ্ধারকাজ এখনও

চলছে। তেলেঙ্গার স্বাস্থ্যমন্ত্রী সি দামোদর জানিয়েছেন, মঙ্গলবার সকালে মুখামন্ত্রী রেভান্ত রেড্ডি ঘটনাস্থল পরিদর্শ ন করবেন।

করে আর্থিক সাহায্যের ঘোষণা করা হয়েছে। সোমবার সকালে ভয়াবহ বিস্ফোরণ হয় তেলেঙ্গানার রাসায়নিক কারখানায়। বিস্ফোরণের পরেই আগুন লেগে যায় কারখানায়। দমকলকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করেন। আগুন নেভানোর পর শুরু হয় ধ্বংসস্তুপ সরানোর কাজ। বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই ছিল যে, বেশ কয়েকজন শ্রমিক ১০০ মিটার দূর পর্যন্ত ছিটকে পড়েন। পুলিশ জানিয়েছে, বিস্ফোরণের ফলে কারখানার শেডটি পুরোপুরি উড়ে গিয়েছে। এমনকি বিস্ফোরণের জেরে কারখানার পাশের একটি বাড়ি ভেঙে পড়ে। আরও একটি বাড়িতে ফাটল দেখা গিয়েছে। কীভাবে এমন দুর্ঘটনা ঘটল সে বিষয়ে তদন্ত করা হচ্ছে।

রেল ওয়ান অ্যাপ চালু হয়েছে, যাত্রী পরিষেবার জন্য এক-স্টপ সমাধান



নয়াদিল্লি, ১ জুলাইঃ যাত্রীদের সুযোগ-সুবিধা উন্নত করার জন্য রেলওয়ে ক্রমাগত পদক্ষেপ নিচ্ছে। নতুন প্রজন্মের ট্রেন চালু করা, স্টেশন পুনর্নির্মাণ করা, পুরানো কোচগুলিকে নতুন LHB কোচে উন্নীত করা এবং এই জাতীয় আরও অনেক পদক্ষেপ গত দশকে যাত্রীদের অভিজ্ঞতা উন্নত করেছে।সেন্টার ফর রেলওয়ে ইনফরমেশন সিস্টেমস এর ৪০তম প্রতিষ্ঠা দিবসে আজ নয়াদিল্লির ইন্ডিয়া হাট্‌বিশিট সেন্টারে কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব একটি নতুন অ্যাপ, রেল ওয়ান চালু করেছেন। রেলওয়ের সাথে যাত্রীদের যোগাযোগ উন্নত করার উপর রেল ওয়ান দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।এটি একটি বিস্তৃত, সর্ব-এক অ্যাপ্লিকেশন যার ব্যবহারকারী-বান্ধব ইন্টারফেস রয়েছে। অ্যাপটি আন্ড্রয়েড প্লে স্টোর এবং iOS অ্যাপ স্টোর থেকে ডাউনলোডের জন্য উপলব্ধ। এটি সমস্ত যাত্রী পরিষেবাগুলিকে একীভূত করে যেমন ১। অসংরক্ষিত এবং প্ল্যাটফর্ম টিকিট ৬ ছাড় সহ, লাইভ ট্রেন ট্র্যাকিং, অভিযোগ নিষ্পত্তি, ই-ক্যাটারিং, পোটার বুকিং এবং শেয-মাইল ট্যাক্সি https://static.pib.gov.in/Write ReadData/userfiles/image/WhatsAppImage2025-07-01at3.42.34PMF0DQ.jpeg IRCTC-তে সংরক্ষিত টিকিট দেওয়া অগ্ন্যহত থাকবে। IRCTC-এর সাথে অংশীদারিত্বকারী অন্যান্য অনেক বাণিজ্যিক অপারে মতো রেল ওয়ান অ্যাপটিও IRCTC দ্বারা অনুমোদিত। রে ওয়ান এ mPIN বা বায়োমেট্রিকের মাধ্যমে লগইন সহ একক-সাইন-অন বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এটি বিদ্যমান RailConnect এবং UTS শংসাপত্রগুলিকেও সমর্থন করে। অ্যাপটি স্থান সাময়ী, কারণ একাধিক অ্যাপ ইনস্টল করার প্রয়োজন নেই।২০২৫ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে আধুনিক যাত্রী সংরক্ষণ ব্যবস্থা (PRS)CRIS-এর প্রতিষ্ঠা দিবসে রেলমন্ত্রী পুরো দলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি CRIS-কে ভারতীয় রেলের ডিজিটাল মূলকে আরও শক্তিশালী করার দিকে মনোনিবেশ করার আহ্বান জানান। বিদ্যমান PRS-কে অ্যাপগ্রেড করার অগ্রগতির জন্য CRIS টিমের প্রশংসা করেন মন্ত্রী। আধুনিক PRS হবে চটপটে, বহুভাষিক এবং বর্তমান লোডের ১০ গুণ বেশি পরিচালনা করার জন্য স্কেলেবল। এটি প্রতি মিনিটে ১.৫ লক্ষ টিকিট বুকিং এবং ৪০ লক্ষ অনুসন্ধান করতে সক্ষম হবে।নতুন PRS হবে অন্তর্ভুক্তিমূলক। এতে আসন পছন্দ এবং ভাড়া ক্যালেন্ডারের জন্য উন্নত কার্যকারিতা এবং দিব্যানুজ্ঞান, শিক্ষার্থী এবং রোগীদের জন্য সমন্বিত বিকল্প থাকবে।ভবিষ্যতের সংজ্ঞা প্রযুক্তি ভারতীয় রেলওয়ে ভারতের বিকাশ যাত্রার বৃদ্ধির ইঞ্জিন হিসেবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা পরিচালিত। রেল ওয়ান অ্যাপ চালু করা প্রযুক্তির গণতন্ত্রীকরণ এবং প্রতিটি যাত্রীর কাছে বিশ্রামানের গতিশীলতা প্রদানের জন্য ভারতীয় রেলের প্রতিশ্রুতি পূর্ণবান্ধ করাে।

আন্তর্জাতিক খো খো দিবস ২০২৫ ভারতের নেতৃত্বে বিশ্বজুড়ে উদযাপন



নয়াদিল্লি, ৩০ জুন : আন্তর্জাতিক খো খো দিবস উপলক্ষে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে উদযাপনের নেতৃত্ব লিল ভারতা এই দিনটিকে কেন্দ্র করে আয়োজিত উৎসবগুলিতে খো খো খেলার ঐতিহ্য ও এর আন্তর্জাতিক প্রসারের ওপর বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয়। দিনটির সূচনা হয় দিল্লির ঐতিহাসিক জন্তর মন্ডরে এক প্রাণবন্ত র্যালির মাধ্যমে, যেখানে শতাধিক খেলোয়াড়, কোচ ও ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেন। তাদের নেতৃত্বে ছিলেন খো খো ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া-র কর্মকর্তারা। এই র্যালিই গোটা দিনের উদযাপনের সুর বেঁধে দেয়, যার মূল লক্ষ্য ছিল খো খো-র ভারতীয় শিকড় থেকে বিশ্বমঞ্চে উদ্ভরণের যাত্রা তুলে ধরা।খো খো ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া-এর আয়োজনে র্যালি, জাদু প্রদর্শনী ও কুইজ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে তুলে ধরা হয় খো খো-র ঐতিহ্য ও আন্তর্জাতিক প্রসার। একইসঙ্গে পালিত হয় জাতীয় খো খো দিবস।KKFF। IKKF-এর সভাপতি সুধাংশু মিশ্রল জানান, খো খো বর্তমানে ৫৬টি দেশে খেলা হচ্ছে এবং লক্ষ্য ২০৩০ এপ্রশান গেমস ও ২০৩২ অলিম্পিকে অন্তর্ভুক্তি। ৩০টিরও বেশি দেশের ফেডারেশন দিসসটি উদযাপন করে।মহাসচিব ডঃ এম. এস. ভাগী বলেন, খো খো-কে বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরই এখন সবার লক্ষ্য। এ বছর শুরু হয়েছে প্রথম Advanced III-A প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, ও UKK-র সিজন্ ৬-তে প্রথমবার আন্তর্জাতিক খেলোয়াড়দের মিলনে অন্তর্ভুক্তির ঘোষণাও হয়েছে। ভারতের নেতৃত্বে খো খো এক নতুন আন্তর্জাতিক দিগন্তের পথে।

হিমাচল প্রদেশে মেঘভাঙা বৃষ্টি, মৃত্যু ১, নিখোঁজ একাধিক



শিমলা, ১ জুলাই : প্রবল বর্ষণে বিপর্যস্ত হিমাচল প্রদেশের বহু এলাকা। মঙ্গলবার আবহাওয়া দফতর আগামী ২৪ ঘণ্টার জন্য হিমালয়ের ৬টি জেলায় বন্যার হলুদ সতর্কতা জারি করেছে। সোমবার রাতে মণ্ডি জেলার একাধিক জায়গায় মেঘভাঙা বৃষ্টি হয়েছে। যার জেরে করসোয়া সাব-ভিভিশনে মৃত্যু হয়েছে ৪৫ বছর বয়সী এক ব্যক্তির। নিখোঁজ আরও দু'জন। স্যাণ্ড গ্রামে স্রোতের টানে নিজেগে ৯ জন। ইতিমধ্যেই এক মা ও মেয়েকে উদ্ধার করা গেছে। ধসের জেরে বাখলি ও কুকলাহ সোতু সহ বন্ধ চণ্ডীগড়-মানালি জাতীয় সড়ক। পাণ্ডেহা বাজার ও রঘুনাথপথরে জলপ্রপাৎ এলাকা থেকে বহু মানুষকে উদ্ধার করা হয়েছে। পাশাপাশি বৃষ্টির জেরে পাণ্ডেহা ডোমের জলস্তর বিপদসীমার প্রায় কাছাকাছি। ঘোষা নদীতে ছাড়া হয়েছে তেড় লক্ষ কিউসেক জল। হামিরপুরের খেরি গ্রামে নদীর জলে আটকে পড়া ২০ জনের মধ্যে ১৫ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। মণ্ডি, কাণ্ডা ও হামিরপুরে ৫ জন। সোমবার রাত পর্যন্ত রাজ্যে বন্ধ প্রায় ২৫৪টি রাস্তা, বিকল ৬১৪টি ট্রালফর্মার, ক্ষতিগ্রস্ত ১৩০টি পানীয় জল প্রকল্প। এখনও পর্যন্ত হিমাচল প্রদেশের ক্ষতির পরিমাণ ছাড়িয়েছে ৭৫ কোটি টাকা।

দিল্লিতে মিলবে না পেট্রোল-ডিজেল

নয়াদিল্লি, ১ জুলাই : মঙ্গলবার থেকে পেট্রোল পাম্পগুলিতে ‘ অব লাইফ’ গাড়িগুলিতে জ্বালানি সরবরাহ নিষিদ্ধ করেছে দিল্লি সরকার। ১৫ বছরের বেশি পুরনো পেট্রলের গাড়ি ও ১০ বছরের বেশি পুরনো ডিজেল গাড়ির ক্ষেত্রে এই নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হবে।

Name Change
I. Munshi Abu Nasher S/O - Munshi Ekramul Haque,Residing at Village and P.o-Jasar, Ps - Pursurah,Dist- Hooghly, West Bengal, Pin - 712415.do hereby solemnly affidavit and Declare my actual name Munshi Abu Nasher S/O- Munshi Ekramul Haque, That said Munshi Abu Nasher and Munshi Abunaser S/O- Munshi Ekramul Haque and M.Ekramul are the same and one identical person Vide Af-fidavit Before the notary public at Arambag, Hooghly, Date -01/07/2025

Name Change
I, Mani Khalko W/O Bishu Khalko resident of Vill & P.O. Kamdebbati, P.S. Tapan, Dist. Dakshin Dinajpur WEST BENGAL, India do hereby solemnly affirm & declaring my actual name Mani Khalko instead of Suni Khalko which is recorded in my SBI Kiosk Banking Identity Card (A/C No. 34417295397) vide an affidavit sworn before the Ld. Executive Magistrate at Balurghat, Dakshin Dinajpur on 30/06/2025. Mani Khalko and Suni Khalko both are same and one identical person.

Name Change
I, Dulal Chandra Paul (old name) son of Shyam Paul, residing at Vill: Milan-gar, Panihati (m), Natagarh, Dist: North 24 Parganas, Kolkata -700113, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Dulal Paul (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 30/06/2025. Dulal Chandra Paul (old name) and Dulal Paul (new name) both are same and one identical person.

Name Change
I Ratan Das S/O- Late Radhakanta Das, Residing at Village- Charnajdia, P.o- Charbrahmanagar, P.s- Nabadwip, Dist- Nadia, West Bengal,Pin-741301, do hereby solemnly affidavit and De-clare my actual name Ratan Das and Ratun Kumar Das S/O Radhakanta Das are the same and one identical person.

Name Change
I, SAIED MALLICK (Old Name) S/O JAYNAL MALLIK Residing at VILL - Sahapur, P.O - Harit, P.S - Polba, Dis- trict - Hooghly, Pin - 712305 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as SAHID MALLICK (New Name) as declared be- fore the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Hooghly Chinsurah vide af-fidavit no 3990 dated 19-05-2025. SAIED MALLICK (Old Name) and SAHID MALLICK (New Name) both are same and identical person.

Name Change
I, ABDUL KHALEK BISWAS and KHALEK BISWAS (Old Name) S/O FOTIK BISWAS Residing at Kamedbpur, Goripur, Bongaon Dis- trict - North 24 Parganas, Pin - 743710 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as KALEK BISWAS (New Name) as declared before the Ld. A.C.J.M. 1st Class at Bongaon vide affidavit no 6223 dated 24-06-2025. ABDUL KHALEK BISWAS and KHALEK BISWAS (Old Name) and KALEK BISWAS (New Name) both are same and identical person.

Name Change
I. SUBHAS CH DHALI (Old Name) S/O KALIPADA DHALI Residing at Pitha Simipala, P.O.-Bodra, P.S.-Bhangore, District - South 24 Parganas, Pin - 743507 West Bengal, India have changed my name and shall hence- forth be known as SUBHAS DHALI (New Name) as declared before the Notary public gov of India at Kolkata vide affidavit dated 01-07-2025. SUB- HAS CH DHALI (Old Name) and SUB- HAS DHALI (New Name) both are same and identical person.

Name Change
I, Md Islamuddin (Passport) S/o Md Salauddin Residing at Khasmalki, P.o - Dakshin Gosingadpur, Baruipur, Dis- trict - South 24 Parganas, Pin - 700145 West Bengal India shall henceforth be known as Md Islam Uddin. I declare that Md Islamuddin (Passport) and Md Islam Uddin is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 01-07-2025.

Name Change
I, Sonali Vishant Desai W/o Vishant Desai Residing at 3/45, Azadgarh, Po - Regent Park, District - Kolkata, Pin - 700040 West Bengal India shall hence- forth be known as Sonali Desai. I de- clare that Sonali Vishant Desai and Sonali Desai is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 01-07-2025.

নাম পরিবর্তন
আমি Jaber Mondal alias Jabar Mondal (পুরাতন নাম) পিতা Tufajal Mondal চিমনা Shynnagar Purbapara Garapota, Hanskhal, District - Nadia, Pin - 741502 West Bengal India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 01-07-2025 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Jaber Mandal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হ'ল। Jaber Mandal (নতুন নাম) ও Jaber Mondal, Jabar Mondal (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

বঙ্গ ক্রিকেটে নির্বাচনী হাওয়া, বাজল ভোটের বাদি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ জুলাইঃ বঙ্গ ক্রিকেট সংস্থায় এখন নির্বাচনী হাওয়া। বেজে গেল ভোটের দামামা। জমি শক্ত করতে সব পক্ষই আসরে নেমেছে শেষ কয়েক মাস ধরে। জেলায় জেলায় সফলও করছেন ক্রিকেট কর্তারা। ভোটচ্যাবাক্ষ মজবুত করার রাস্তায় হাটলেও, নির্বাচন হবে নাকি সমঝোতা তা এখনও স্পষ্ট নয়। শেষ এক দশকের বেশি সময় ধরে বঙ্গ ক্রিকেটে নির্বাচন হয়নি। কেউ কেউ মনে করছেন, এবারও হয়তো সেই সম্ভাবনা কম।

মোহনবাগান নির্বাচনের মতো সিএবিতেও শেষ মুহুর্তে আসন সমঝোতা হয়ে গেলে অবাক হওয়ার থাকবে না। তবে স্ট্রাটেজি তৈরি রাখছে সব পক্ষই। সোমবার সিএবির অ্যাপেল্স কাউন্সিলের বৈঠকে রীতিমতো বাড় ওঠে। এই বৈঠকেই প্রাথমিক ভাবে সিএবির বার্ষিক সাধারণ সভার নির্দেশক ঠিক হয়ে গেল। সব কিছু ঠিকঠাক চলছে হয়তো ২০ সেপ্টেম্বর হতে পারে সিএবির বার্ষিক সাধারণ সভা। তবে কোথায় এই সভা অনুষ্ঠিত হবে তা এখনও ঠিক হয়নি। শোনা যাচ্ছে, বাইপাসের ধারে এক ফেটেলে এজিএম আয়োজিত হতে পারে। সিএবি অ্যাপেল্স কাউন্সিলের বৈঠকে প্রাথমিক ভাবে ঠিক হয়েছে, ৩০ আগস্ট বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত আয়োজিত হবে। সুত্রের খবর, সিএবির বৈঠক এদিন উদ্ভাল হয়ে ওঠে কোষাধ্যক্ষ প্রবীর চক্রবর্তীকে নিয়ে। সোমবারের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন তিনি। সম্প্রতি সিএবির কোষাধ্যক্ষের বিরুদ্ধে স্বার্থের সংঘাত ও টাকা আত্মসাাদের অভিযোগ করছে উয়াডি ক্লাবের একাংশ সদস্য। আইনি পথেও হেঁটেছে সেই ক্লাবের কয়েকজন সদস্য। অভিযোগ উঠেছিল, সিএবির কোষাধ্যক্ষ থাকাকালীনও উয়াডি ক্লাবের সচিব পদ ছাড়েনি প্রবীর। এমনকি ক্লাবকে দেওয়া অনুদানের টাকা আত্মসাাদের অভিযোগও ওঠে তাঁর বিরুদ্ধে। সুত্রের খবর, আইনি পথে যখন তদন্ত চলেছে, নিরাপেক্ষতার স্বার্থে কেন তাঁকে সাময়িক ভাবে তাঁকে বরখাস্ত করা হয়নি তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে অ্যাপেল্সের বৈঠকে। বিষয়টি আপাতত এথ্রিজ অফিসার ও ওলুডসম্যানের বিচারাধীন, এই কথা জানিয়ে বৈঠক শান্ত করার চেষ্টা করেন সিএবি সভাপতি হেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় ও সচিব নরেশ ওয়া। ১৯ জুলাই ওলুডসম্যান শুনানি ডেকেছেন। তার আগে ৫ জুলাই এই বিষয়টি দেখবেন এথ্রিজ অফিসার।

ভারতীয় বোলারদের ‘আইপিএল মোড’ থেকে মুক্তি দিতে দুই রঙের বলে অনুশীলন

বার্মিংহাম, ১ জুলাইঃ ইংল্যান্ডবনাম ভারতের চলতি টেস্ট সিরিজের প্রথম ম্যাচেই লিডসে হেরে গিয়েছে ভারত। এই টেস্টে ভারতের বেশ কিছু দুর্বলতা প্রকট হয়েছে। প্রথমত সোয়ার-অর্ডার ব্যাটাররা একেবারেই ব্যর্থ, তেমনিই দুর্দশা ফিল্ডিংয়ের। দশটি ক্যাচ নষ্ট করেছেন ভারতীয় ফিল্ডাররা, যার



মধ্যে যশবী জয়সওয়াল একাই করেছেন চারটি। তবে শুভমান গিলের টিম ইন্ডিয়ায় প্রধান সমস্যা দলের বোলিং। জসপ্রীত বুমরাহ ছাড়া আর কোনও বোলারই লিডস টেস্টে কার্যকর প্রমাণ হননি। কাল (বুধবার) থেকে এজবাস্টনে শুরু হবে দ্বিতীয় টেস্ট। সেখানে বুমরাহ খেলবেন কি না, তা এখনও নিশ্চিত নয়। এই স্পিনডট্টারকে ছাড়া ইংল্যান্ডের বাইশ গজ নেই। মানেই অ্যাডভান্টেজ ইংল্যান্ড। তবে বোলিং সমস্যা নিসসনের জন্য ভারতীয়

দলের অনুশীলনে নতুন দেখা গেল। অনুশীলনে টিম ইন্ডিয়ায় বোলারদের প্রচুর ঘাম ঝড়তে দেখা গেল। সেই সঙ্গে দেখা গেল অভিনবত্ব। সিরাজ, কুম্বার যাতে আইপিএল মোড থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন সেই জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছিল বিশেষ বলের। ভারতীয় বোলাররা দ্বিতীয় টেস্টের আগে বোলিং করলেন দুই রঙের

তাতে যোগ দেন। সাদা বলের দীর্ঘ মরশুম (চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি এবং আইপিএল) শেষে ভারতীয় ফাস্ট বোলাররা ইংল্যান্ডে এসেছেন। ভারতের সহকারী কোচ দৃশ্যখাতে বলেছেন, দুই রঙের বলের অনুশীলন লাল বলের (টেস্ট ম্যাচ) খেলা থেকে সাদা বলের (সীমিত ওভারের ম্যাচ) অভ্যাস দূর করতে সাহায্য করে। তিনি বলেন, “এটি নতুন কিছু নয়। সমস্ত বল প্রস্তুতকারকরা এই ধরনের বল তৈরি করে। আমরা বোলারদের সীমিত ওভারের লাইন লেজের অভ্যাস উন্নত করতে চাই। সেক্ষেত্রে এটি সবচেয়ে সহজ উপায়। আমাদের খেলোয়াড়রা দীর্ঘ আইপিএল মরশুম পরে এখানে এসেছে। বোলিং স্কেচ মর্নি মরকেলের তত্ত্বাবধানে বোলাররা গত দুই সপ্তাহ ধরে এই বল ব্যবহার করছে।” আধুনিক ক্রিকেটে দুই রঙের বল দিয়ে অনুশীলন করা খুবই কার্যকর একটি পদ্ধতি হয়ে উঠেছে, যা কারিগরি দক্ষতা, বল পিচ করার দক্ষতা উন্নত করে। এই বলে অনুশীলন খেলোয়াড়কে ম্যাচের গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতির জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত করে। গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতিতে এটি তাৎক্ষণিকভাবে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে। কোচরা বোলারের টিম রিজ বা ব্যাটারের ফুটওয়ার কৌশলের ভুলগুলি রিয়েল টাইমে ধরতে পারেন। এটি বিশেষ করে তরুণ খেলোয়াড়দের জন্য উপকারী।

এজবাস্টনে ভারতীয় দলের ‘গেমচেঞ্জার’ রণনীতি? তিন নম্বরে কামব্যাক নায়াবের!

বার্মিংহাম, ১ জুলাইঃ ভারত-ইংল্যান্ড টেস্ট সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচ ঘিরে উত্তেজনার প্যারদ ডুসে। ২ জুলাই বার্মিংহামের এজবাস্টনে শুরু হতে চলেছে ঐতিহাসিক দ্বিতীয় টেস্ট। আর এই টেস্টে ভারতীয় দলের নির্বাচনের সিদ্ধান্ত ঘিরে তৈরি হয়েছে তুমুল জল্পনা। কারণ যে মাঠে ভারত আজ পর্যন্ত একটি টেস্টও জিতেছে পারেনি, সেই মাঠে আবার নিজেদের ঘুরে দাঁড় করতে ভারতীয় দল কী কৌশল নেবে, সেটাই এখন কোটি টাকার প্রশ্ন। এজবাস্টন, ইংল্যান্ডের এমন এক পিচ যেখানে বড় রান করেও হারতে হয়েছে ভারতকে। গাভাসকর, গাঙ্গুলী, ধোনি, বিরাট ভারতের বহু মহান অধিনায়ক এই মাঠে জয়হীন থেকে গিয়েছেন। এই প্রেক্ষাপটে দ্বিতীয় টেস্টের আগে দল নির্বাচনে পরিবর্তন করা ছাড়া উপায় দেখছে না টিম ম্যানেজমেন্ট। প্রথম টেস্টে ভারতের মিডল অর্ডার ব্যর্থতার মুখ দেখেছে। বিশেষত তরুণ ব্যাটার সাই সুদর্শন তিন নম্বরে খেললেও নিজের

ছাপ রাখতে ব্যর্থ। তাই টিম ম্যানেজমেন্ট এক বড় সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে বলেই খবর। তিন নম্বরে দলে ‘ঘরোয়া অভিজ্ঞ’ করণ দীর্ঘদিন জাতীয় দলের বাইরে থাকতে হয় তাঁকে। এতদিনে ঘরোয়া ক্রিকেটে ধারাবাহিক পারফরম্যান্স দিয়ে আবার জাতীয় দলে ফিরেছেন,

তবে প্রথম টেস্টে ব্যাটিং অর্ডারে অনেক নিচে নামিয়ে পাঠানো হয় তাঁকে। অথচ করুণের ঘরোয়া ক্রিকেটে মূল পজিশনই তিন নম্বর। সেখানেই তিনি সবচেয়ে বেশি রান করেছেন, স্বচ্ছন্দ থেকেছেন। তাই এজবাস্টনের মতো কঠিন কন্ডিশনে তাঁকে তার প্রিয় জায়গাতেই

ফেরানো দলকে এক অন্য ভারসাম্য দিতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, করুণ নায়াবের টেম্পারামেন্ট টেস্ট ফরম্যাটের জন্য আদর্শ, আর সেই কারণেই তাঁকে তিন নম্বরে প্রমোট করা হতে পারে। আরও এক চমক রয়েছে ভারতীয় দলে। সুত্রের খবর, টিম ম্যানেজমেন্ট তরুণ অলরাউন্ডার নীতিশ রেড্ডির উপর ভরসা রাখছে। ঘরোয়া ক্রিকেটে ব্যাট-বল দুই বিভাগেই নজরকাড়া পারফর্ম করেছেন নীতিশ। শার্দূল ঠাকুরের পরিবর্তে নীতিশের অন্তর্ভুক্তি এক সাহসী সিদ্ধান্ত, তবে ভবিষ্যতের কথা ভেবে এমনটা করা ই যুক্তিযুক্ত মনে করছে ক্রিকেটমহলা। শেষ পর্যন্ত, এজবাস্টনে ভারতের জয়ের খরা কাটে কি না, সেটাই দেখার বিষয়। তবে যেভাবে টিম ম্যানেজমেন্ট দলকে পুনর্গঠন করছে, তাতে বোঝাই যাচ্ছে- শুধু ম্যাচ জেতাই নয়, ভবিষ্যতের জন্য এক টেকসই টেস্ট দল গঠনের দিকেই তাকিয়ে রয়েছে ভারত।

নারায়কে প্রমোট করার পরিকল্পনা চলছে। করুণ নায়াবের নাম এলেই অনেকের মনে পড়ে যায় ২০১৬-এর সেই দুরন্ত ত্রিশতক। চেন্নাইয়ে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধেই ৩০৩ রান করে নজির গড়েছিলেন করুণ। কিন্তু তারপর থেকে চোট, ফখরিনাটা এবং টিম ম্যানেজমেন্টের আস্থার অভাবে

তবে প্রথম টেস্টে ব্যাটিং অর্ডারে অনেক নিচে নামিয়ে পাঠানো হয় তাঁকে। অথচ করুণের ঘরোয়া ক্রিকেটে মূল পজিশনই তিন নম্বর। সেখানেই তিনি সবচেয়ে বেশি রান করেছেন, স্বচ্ছন্দ থেকেছেন। তাই এজবাস্টনের মতো কঠিন কন্ডিশনে তাঁকে তার প্রিয় জায়গাতেই

এজবাস্টনের পিচে প্রচুর ঘাস রয়েছে তবে তাপমাত্রা বেশি থাকলে বুধবার টেস্ট সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচ। লিডসের হেভিলিতে প্রথম ম্যাচে হেরে ০-১-এ পিছিয়ে থেকে এই টেস্টে নামবে টিম ইন্ডিয়া। এদিকে, দ্বিতীয় টেস্টের ডেন্যু বার্মিংহামের এজবাস্টনে ভারতের রেকর্ড কিন্তু ভাল নয়। এখানে অটটি টেস্ট খেলে সাতটিতে হেরেছে টিম ইন্ডিয়া, আর ড্র করেছে একটিতে। এদিকে ইংল্যান্ডের ফাস্ট বোলিং আক্রমণের সবচেয়ে অভিজ্ঞ সদস্য ক্রিস ওকস জানিয়েছেন, এজবাস্টনের বিশেষ গুণের মতো ব্যাটারদের পক্ষেই কথা বলবে। দ্বিতীয় টেস্টের দুই দিন আগে

দ্বিতীয় টেস্টের বাইশ গজ কেমন হবে জানিয়ে দিলেন ওকস

এবার বিদেশের ক্লাবে যোগদান করতে পারেন সাদা-কালোর কার্লোস ফ্রান্স্কা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ জুলাইঃ সাক্ষরতার মধ্য দিয়েই গত মরশুম শেষ করার পরিকল্পনা ছিল মহামেডান চেপটিং ক্লাবের। কিন্তু সেটা সম্ভব হয়নি। দেশের প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগ তথা আইএসএলের প্রথম দিকে প্রভাবশালী ফুটবলের মধ্য দিয়ে সকলকে চমকে দেওয়ার পরিকল্পনা থাকলেও সেটা সম্ভব হয়নি। ভালো ফুটবল খেলে প্রথম দুইটি ম্যাচে সমর্থকদের মন জয় করেছিল কলকাতা ময়দানের এই তৃতীয় প্রধান। এমনকি তৃতীয় ম্যাচে শক্তিশালী চেন্নাইয়ান একসির বিপক্ষে জয় ও সুনিশ্চিত করেছিল সাদা-কালো শিবির। যার ফলে প্রথম সিজন থেকেই সুপার সিলে থাকার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল সমর্থকরা। কিন্তু সময় যত এগিয়েছিল ততই ব্যাকফুটে যেতে শুরু করেছিল মহামেডান দল। একটা সময় পয়েন্ট টেবিলের উপরের দিকে থাকলেও সেটা ধরে রাখা সম্ভব হয়নি। টুর্নামেন্টের ম্যাচ যত এগিয়ে ছিল ঠিক ততই পিছিয়ে যেতে শুরু করেছিল র‍্যাঙ্ক প্যান্থার্স। যা কিছুতেই ভালোভাবে নেহানি সমর্থকরা। শেষ পর্যন্ত লিগ টেবিলের একেবারে তলানিতে থেকেই ইন্ডিয়ান

সুপার লিগ শেষ করেছিল রেড রোডের এই ফুটবল ক্লাব। আসলে ফুটবলারদের চোট সমস্যার পাশাপাশি নানাবিধ বিষয় যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছিল।

যারফলে কার্যত খালি হাতেই শেষ হয়েছিল গত সিজন। তবে সমস্ত কিছু ভুলে মরশুমে ঘুরে দাঁড়াবার পরিকল্পনা নিয়েছিল মহামেডান। তবে সমস্যা যেন কিছুতেই কিছু ছাড়ছে না তাঁদের। এসবের মাঝেই উঠে আসতে শুরু করেছে নয়া তথ্য। শোনা যাচ্ছে, আসন্ন ফুটবল সিজনে সাদা-কালো ছেড়ে অন্যত্র যোগদান করতে চলেছেন দলের একাধিক ফুটবলার। যার মধ্যে গত কয়েকদিন ধরে ব্যাপকভাবে উঠে আসতে শুরু করেছিল অ্যালেক্সিস গোমেজ এবং কার্লোস ফ্রান্স্কার নাম। বিভিন্ন মাধ্যম সুত্রে খবর, মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে বিদায় জানিয়ে এবার ইন্দোনেশিয়ার দ্বিতীয় ডিভিশনের ফুটবল ক্লাব পারসিজাপ জেপারা যোগ দিতে চলেছেন ফ্রান্স্কা। গত বছর সাদা-কালো দলের জার্সিতে খেলেছিলেন প্রায় ২৪টি ম্যাচ। যার মধ্যে ১টি গোলের পাশাপাশি ১টি অ্যাসিস্ট ছিল এই ব্রাজিলিয়ান ফুটবলারের। গত মে মাস পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে চুক্তি ছিল আইএসএলের এই ফুটবল ক্লাবের। কিন্তু এবার হয়তো বিদেশের ক্লাবেই যোগদান করবেন তিনি।

যারফলে কার্যত খালি হাতেই শেষ হয়েছিল গত সিজন। তবে সমস্ত কিছু ভুলে মরশুমে ঘুরে দাঁড়াবার পরিকল্পনা নিয়েছিল মহামেডান। তবে সমস্যা যেন কিছুতেই কিছু ছাড়ছে না তাঁদের। এসবের মাঝেই উঠে আসতে শুরু করেছে নয়া তথ্য। শোনা যাচ্ছে, আসন্ন ফুটবল সিজনে সাদা-কালো ছেড়ে অন্যত্র যোগদান করতে চলেছেন দলের একাধিক ফুটবলার। যার মধ্যে গত কয়েকদিন ধরে ব্যাপকভাবে উঠে আসতে শুরু করেছিল অ্যালেক্সিস গোমেজ এবং কার্লোস ফ্রান্স্কার নাম। বিভিন্ন মাধ্যম সুত্রে খবর, মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে বিদায় জানিয়ে এবার ইন্দোনেশিয়ার দ্বিতীয় ডিভিশনের ফুটবল ক্লাব পারসিজাপ জেপারা যোগ দিতে চলেছেন ফ্রান্স্কা। গত বছর সাদা-কালো দলের জার্সিতে খেলেছিলেন প্রায় ২৪টি ম্যাচ। যার মধ্যে ১টি গোলের পাশাপাশি ১টি অ্যাসিস্ট ছিল এই ব্রাজিলিয়ান ফুটবলারের। গত মে মাস পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে চুক্তি ছিল আইএসএলের এই ফুটবল ক্লাবের। কিন্তু এবার হয়তো বিদেশের ক্লাবেই যোগদান করবেন তিনি।

শার্লট, ১ জুলাইঃ ক্লাব বিশ্বকাপে আরও একবার দেখা গেল ব্রাজিলিয়ান জাদু। আর এবার ব্রাজিলিয়ান জাদুতে বশীভূত হলো চ্যাম্পিয়ন্স লিগের রানার্সআপ ইন্টার মিলান। শার্লটে গতকাল রাতে শেষ যোবার লড়াইয়ে ইন্টারকে ২-০ গোলে হারিয়ে ফিরতি বিমানের টিকিট ধরিয়ে দেয় ব্রাজিলিয়ান ক্লাব ফ্লুমিনেন্স। এই জয়ে ব্রাজিল থেকে পালমেইরাসের পর দ্বিতীয় দল হিসেবে ক্লাব বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালের টিকিট পেল ফ্লুমিনেন্স। ব্যাংক অব আমেরিকা স্টেডিয়ামে ম্যাচের ৩ মিনিটেই গোলমাল কানোর গোলে এগিয়ে যায় ফ্লুমিনেন্স। শুরুতে গোলে খেলেও দমে যাবনি ইন্টার। আক্রমণ, বল দখল এবং সুযোগ তৈরিতে এগিয়ে ছিল তারাই। কিন্তু এগিয়ে থাকা ফ্লুমিনেন্সের প্রতিরোধ ভেঙে গেল আদামের আসল কাজটাই করতে পারেনি তারা। বিরতির পরও দেখা মিলেছে একই দৃশ্যের। দারুণভাবে পাল্টা জবাব দিয়ে ইন্টারকে বারবার হতশ করেছ ফ্লুমিনেন্স। ইন্টার কাল্পিত গোলাট না পেলেও যোগ করা সময়ে ফ্লুমিনেন্স টিকিট দ্বিতীয় গোলাট আদায় করে নেয়। বল্লি নামা হারকিউলিস ৯৬ মিনিটে গোলে করে নিশ্চিত করেন ইন্টারের বিদায়। সাম্প্রতিক ছদ্ম এবং ফেব্রুয়ারিটত্বের হিসাবে ফ্লুমিনেন্সের এই জয় চমক হলেও ইতিহাসে কিন্তু ভিন্ন চিত্রও আছে। ফ্লুমিনেন্স এ নিয়ে টানা ১৫ ম্যাচে ইতালিয়ান ক্লাবের বিপক্ষে অপরাধিত থাকল। যদিও

গতকাল বার্তের আগে ফ্লুমিনেন্স ইতালিয়ান ক্লাবের বিপক্ষে সর্বশেষ মাঠে নেমেছিল ১৯৮৯ সালে। নাপোলির বিপক্ষে সেই প্রীতি ম্যাচে ফ্লুমিনেন্স জিতেছিল ১-০ গোলে। এরপর গত ৩৬ বছরে এই প্রথম ইতালিয়ান ক্লাবের মুখোমুখি হলো তারা। ইন্টারকে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করার পর ফ্লুমিনেন্স অধিনায়ক থিয়োগো সিলভা বলেছেন, “আমরা জনতাম তারা সহজ প্রতিপক্ষ হবে না। এক মাসের কম সময় আগে তারা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনালে খেলেছে। কিন্তু আমরা সত্যিই অনেক ভালো খেলছি।” ম্যাচসারা কলম্বিনার উইলিয়াম জেন আরিয়াস বলেন, “এটা ব্রাজিলের জন্য, আমার দেশের জন্য এবং

দক্ষিণ আমেরিকার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি জয়। আমরা শুধু ফ্লুমিনেন্সকে প্রতিনিধিত্ব করছি না, বরং আমরা পুরো মহাদেশকে প্রতিনিধিত্ব করছি। বিশ্বকাপে আমরা যা করে দেখিয়েছি, তা নিয়ে বেশ তৃপ্ত।” ইন্টারের বিপক্ষে ফ্লুমিনেন্সের এই জয়ে ইউরোপিয়ান ক্লাবের বিপক্ষে ব্রাজিলিয়ানদের দাপটও আত্মহত থাকল। ক্লাব বিশ্বকাপে ইউরোপিয়ানদের বিপক্ষে ৭ ম্যাচে মুখোমুখি হয়ে ৬টিতে জিতেছে ব্রাজিলিয়ান ক্লাবগুলো, হেরেছে ২টিতে এবং ড্র হয়েছে অন্য ২ ম্যাচ। ইন্টারের আগে ব্রাজিলিয়ান ক্লাবগুলোর কাছে হেরেছিল পিএসজি ও চেলসি।

সাত গোলের রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ে ম্যান সিটিকে বিদায় করে আল হিলালের চমক

ম্যানচেস্টার সিটির শেষ আক্রমণ বিশ্বস্ততায় মুঠোয় জমালেন ইয়াসিন বানু। পরমুহূর্তেই শেষ বাঁশি বাজালেন রেফারি। বাঁধনহারা আনন্দে মেতে উঠলেন বানু ও তার সতীর্থরা। ডাগআউটেও বয়ে গেল উচ্ছ্বাসের ডেউ। কোচ সিমোনো ইনজাগিরি চোখেমুখে তৃপ্তির ছাপ। খারাপাখারাকার তখন বলে চলেছেন, এট সিলস দা ডিল আল হিলালের জন্য দারুণ এক রাত, সৌদি আরবের ফুটবলের জন্য অসাধারণ রাত ম্যানচেস্টার সিটি আর আউট, সৌদি ফুটবল হ্যাজ অ্যারাইভড।

অরল্যান্ডো, ১ জুলাইঃ ম্যাচের আগে যা ছিল অভাবনীয়, অনেকের সুদূরতম কল্পনাতোও ছিল না যা, সেটিই রচিত হলো ক্লাব বিশ্বকাপের মঞ্চে। রূপকথার জয়ে ম্যানচেস্টার সিটিকে বিদায় করে কোয়ার্টার-ফাইনালে পৌঁছে গেল আল হিলালা। ভারতীয় সময় মঙ্গলবার সকাল সোয়া নটায় শেষ হওয়া ম্যাচে অতিরিক্ত সময়ে গড়ানো রোমাঞ্চে টাসা ম্যাচে পেপ গুয়ার্ডিওলার দলকে ৪-৩ গোলে হারায় সৌদি আরবের ক্লাবটি। এই টুর্নামেন্টের ঠিক আগে দায়িত্ব পাওয়া সিনেনো ইনজাগিরি কোচিংয়ে প্রথম ম্যাচে রিয়াল মাদ্রিদকে ঠেকিয়ে দিয়েছিল আল হিলালা। এবার শেষ যোবার লড়াইয়ে তারা উপহার দিল আরও বড় চমক। আল হিলালের জয়ের নায়ক মার্কোস লেওনার্দো। প্রথমার্ধে ১-০ গোলে পিছিয়ে থাকা দলকে দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই সমতায় ফেরান ২২ বছর বয়সী ফের্নান্দো। পরে ১১তম মিনিটে জয়যুক্ত গোলাটও করেন তিনি। আরেক ব্রাজিলিয়ান মালকমও করেন একটি গোলে। আল হিলালের বাকি গোলাট করেন সেনেগালের ডিফেন্ডার কালিদু কুলিবালা। ম্যাচজুড়ে অসাধারণ পারফরম্যান্সে বারবার দলকে রক্ষা করেন আল হিলালের গোলকিপার বানু। ম্যান সিটির হয়ে জালের দেখা পান বের্নার্দো সিলভা, অর্লিৎ হলান্ড ও ফিল ফোডেন। অরল্যান্ডোর ক্যাম্পিং ওয়াশল স্টেডিয়ামে বল নিয়ন্ত্রণে রাখা, গোলে শট, সব পরিস্থিতিতেই অসম্ভিতভাবেই বিশাল ব্যবধানে এগিয়ে ছিল ম্যানচেস্টার সিটি। ম্যাচের ৬৯ মিনিটে সিলস বল ছিল তাদের কাছে। গোলে ৬০টি শট নেয় তারা, এর ১৪টি ছিল লক্ষ্যে। কিন্তু কাজে লাগে কেবল ৬টি। আল হিলালা গোলে শট নেয় ১৭টি। তবে লক্ষ্যে ছিল

কেবল ৬টি। এর ৪টিতেই সফল হয়ে বাজিমাত করে তারা। ম্যাচের নবম মিনিটে জটলা থেকে গোল করে সিটিকে এগিয়ে দেন বের্নার্দো সিলভা। যদিও রিপ্রেসেং দেখা যায়, সিটির আলজেরিয়ান ডিফেন্ডার রাহিয়ান আহিত-নুরির কবজি ছুঁয়ে এসেছিল বল। তবে

দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকে বদলে যায় চিত্র। প্রথম মিনিটেই সমতায় ফেরে আল হিলালা। বিপজ্জনকভাবে বল নিয়ে সিটির বক্সে ঢুকে বের্নার্দো সিলভা। জটিলার মধ্যে এক পর্যায়ে তার শট ফিরিয়ে দেন সিটির গোলকিপার এদেরসন, কিন্তু সিটির একজনের পায়ে লেগে

জটিলার মধ্যে হলান্ডের টোকায় সমতায় ফেরে সিটি। সিটি এরপর দক্ষায় দক্ষায় আক্রমণ করতে থাকে। কিন্তু কখনও অল্পের জন্য বল চলে যায় বাইরে দিয়ে, কখনও বাধার কোয়াল হয়ে দাঁড়ান বানু। ৮৫তম মিনিটে বানুর দারুণ এক সেভের পর ফিরতি বলে গোললাইন থেকে কোনোমতে রক্ষা করেন আল হিলালের আলি লাজামি। একটু পরই বক্সের বাইরে থেকে নেওয়া রুবেন দিয়াসের জোরাল শট ঠেকান বানু। ৯০ মিনিট শেষে অতিরিক্ত সময়ের পঞ্চম মিনিটে রুবেন নেভেসের কর্নার থেকে দারুণ ছেড়ে আল হিলালাকে এগিয়ে দেন কুলিবালা। ১০৪তম মিনিটে গোছানো আক্রমণ থেকে হয়ান শেহকির অসাধারণ ক্রস থেকে ফোডেনের চমৎকার ফিনিশিংয়ে আলার সমতায় ফেরে সিটি। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি গুয়ার্ডিওলার দলের। ১১৩তম মিনিটে সের্গেই মিলিনকোভিচের হেড ভাইভ দিয়ে রক্ষা করেন সিটি গোলকিপার, কিন্তু বল যায় সামনেই থাকা লেওনার্দোর কাছে। বল তার পেটে লাগার পর তিনি পড়িমরি করে পড়ে গেলেও কোমরকমে পা ছুঁয়ে পাঠাতে পারেন জালে। পরের সময়টায় গোলের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে সিটি। এর ফাঁকে সুযোগ পেয়ে পাল্টা আক্রমণ করে আল হিলালা। কিন্তু দুই দলের খেলায়ই তখন ক্লান্তির ছাপ স্পষ্ট। কোনো দলই আর গোল করতে পারেনি। এ দিনের আগের এক ম্যাচে উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের রানার্স আপ ইন্টার মিলানকে ২-০ গোলে হারিয়ে চমক দেয়ার ফ্লুমিনেন্স। তাদের সঙ্গেই কোয়ার্টার-ফাইনালে লড়বে আল হিলালা। এটি তাই নিশ্চিত, সেমি-ফাইনালে খেলবে ব্রাজিল কিংবা সৌদি আরবের একটি ক্লাব।

আসা বলে হেড করে জালে পাঠান লেওনার্দো। হয় মিনিট পর আল হিলালা এগিয়ে যায় চোখখাঁধানো এক পাল্টা আক্রমণে। নিজেদের বক্সের ঠিক বাইরে থেকে দুর্দান্ত এক পাস গোয়াল জেয়াও কাঙ্গেলো। মাঝমাঠের একটি ওপার থেকে বল নিয়ে গুলির বেগে এগিয়ে যান মালকাম, সিটির বক্সে ঢুকে গোলকিপারকে পরাস্ত করেন তিনি নিখুঁত মিনিটে তিন দক্ষায় দলকে রক্ষা করেন বানু।

আসা বলে হেড করে জালে পাঠান লেওনার্দো। হয় মিনিট পর আল হিলালা এগিয়ে যায় চোখখাঁধানো এক পাল্টা আক্রমণে। নিজেদের বক্সের ঠিক বাইরে থেকে দুর্দান্ত এক পাস গোয়াল জেয়াও কাঙ্গেলো। মাঝমাঠের একটি ওপার থেকে বল নিয়ে গুলির বেগে এগিয়ে যান মালকাম, সিটির বক্সে ঢুকে গোলকিপারকে পরাস্ত করেন তিনি নিখুঁত মিনিটে তিন দক্ষায় দলকে রক্ষা করেন বানু।

আসা বলে হেড করে জালে পাঠান লেওনার্দো। হয় মিনিট পর আল হিলালা এগিয়ে যায় চোখখাঁধানো এক পাল্টা আক্রমণে। নিজেদের বক্সের ঠিক বাইরে থেকে দুর্দান্ত এক পাস গোয়াল জেয়াও কাঙ্গেলো। মাঝমাঠের একটি ওপার থেকে বল নিয়ে গুলির বেগে এগিয়ে যান মালকাম, সিটির বক্সে ঢুকে গোলকিপারকে পরাস্ত করেন তিনি নিখুঁত মিনিটে তিন দক্ষায় দলকে রক্ষা করেন বানু।

আসা বলে হেড করে জালে পাঠান লেওনার্দো। হয় মিনিট পর আল হিলালা এগিয়ে যায় চোখখাঁধানো এক পাল্টা আক্রমণে। নিজেদের বক্সের ঠিক বাইরে থেকে দুর্দান্ত এক পাস গোয়াল জেয়াও কাঙ্গেলো। মাঝমাঠের একটি ওপার থেকে বল নিয়ে গুলির বেগে এগিয়ে যান মালকাম, সিটির বক্সে ঢুকে গোলকিপারকে পরাস্ত করেন তিনি নিখুঁত মিনিটে তিন দক্ষায় দলকে রক্ষা করেন বানু।

